ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 December, 2023 ■ আগরতলা ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৩ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কংগ্রেসের মূল মন্ত্র দুর্নীতি মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ ডিসেম্বর।। কংগ্রেসের মূল মন্ত্র হচ্ছে দুর্নীতি। রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে কংগ্রেসের উপর আর বিশ্বাস করা যায় না। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা সিপিআইএমের বি টিম। আজ ধর্মনগরের বি এম এস প্রাঙ্গণে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর জেলা বিজেপি দলের সভানেত্রী মদিনা দেবনাথ, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুরো পরিষদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের সুপ্রিম কোর্টে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চাকুরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তারা সুবিচার পাবে বলে আশাবাদী। উল্লেখ্য চাকুরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরেও কাজের কোন হদিস না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক

প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সুসংহত ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যৌথ উদ্যোগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নীতি আয়োগের এক প্রতিনিধিদল আজ তিনদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন। নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে সরস্বতের নেতৃত্বে সফররত প্রতিনিধিদলটি আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে নীতি আয়োগের কৌশলগত উদ্যোগসমূহ রূপায়ণের রূপরেখা নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক প্রতিবদ্ধকতাকে দূর করে স্থানীয় উদ্যোগকে শক্তিশালী করে যৌথ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়ার

সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনে করেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশেরও উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের যে সংকল্প নিয়েছেন তার অনুপ্রেরণা নিয়েই রাজ্য সরকার কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রাবার, আগর, বাঁশ, প্রাকৃতিক গ্যাস, আনারস, কাঁঠাল সহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সেগুলিকে ভিত্তি করেই রাজ্য সরকার শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নে কাজ করছে। এক্ষেত্রে নীতি আয়োগের সার্বিক সহযোগিতাও কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে মুখ্যমী বলেন, প্রধানমীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যে বর্তমানে সড়ক, রেল, আকাশপথে যোগাযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে চাপে কংগ্রেস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর: দিল্লিতে দেশের বিরোধী আইএনডিআইএ জোটের চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। চার মাসের ব্যবধানে এদিন দিল্লির অশোক হোটেলে শুরু হল বিরোধী জোটের বৈঠক। এদিন তৃণমূল প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খগড়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন জোটের আহ্বায়ক ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত মুখ হিসেবে।

যদিও শ্রী খগড়ে প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিলেও পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন প্রথমে আমাদের জয়ী হওয়া উচিত এবং তারপরে প্রধানমন্ত্রী মুখের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বৈঠকে আরো বলেন যে কংগ্রেস দলের ৩০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবা উচিত এবং রাজ্যে কোনও সমস্যা থাকলে কংগ্রেস দলের অন্যান্য দলগুলির সাথে বসে আলোচনা করা উচিত এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আসন ভাগাভাগির চুক্তিটি করা উচিত। এদিনের বৈঠকে অন্যান্য দলগুলি বলেন যে আসন সমঝতার চুক্তিটি এই মাসের শেষের মধ্যে চূড়ান্ত করা উচিত তবেই কেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আবার লড়াই করা যেতে পারে।এদিন নেতৃত্বরা ইভিএমের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তারা বলেন যে গণনার সময় ভিভিপ্যাডের সম্পূর্ণ ট্যালির জন্য চাপ তৈরি করতে হবে এবং দেশব্যাপী এই বিষয়ে কর্মসূচি চালু করতে হবে। মূলত এদিনের বৈঠকে মূলত আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর নবোদয় বিদ্যালয়ে

হোস্টেলের খাবার খেয়ে ২৫ পড়ুয়া অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। উদয়পুর নবোদয় বিদ্যালয়ের হোস্টেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হোস্টেলের খাবার খেয়ে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

তাদের মধ্যে ২৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ দায় এড়ানোর জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন বলে সূত্রের খবর।

অভিভাবকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, হোস্টেলের খাবার খেয়ে উদয়পুর নবোদয় বিদ্যালয়ের ২৫ জনের অধিক ছাত্র ছাত্রী অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে।

জানা যায় রবিবার রাতে খাবার খাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা।

তবে স্কুল থেকে বলা হয়েছে ভাইরাল ফিভার।

কিন্তু উদয়পুর গোমতী হাসপাতালের চিকিৎসক বলেছেন ভাইরাল ফিভার নয়, খাবার থেকেই অসুস্থ হয়েছে তারা।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কোনো চিকিৎসা না করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলেও অনেক অভিভাবকের কাছ থেকে অভিযোগ উঠে এসেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে কল্যাণপুরে চাঞ্চল্য, আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য জুড়ে প্রতিনিয়ত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও বিভিন্নভাবে মৃতদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। এরকমই এক ঘটনা কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত গরুর মাঠের নতুন আবাদী এলাকাতে।

ঘটনার বিবরণ মোতাবেক জানা গেছে পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে পেশায় দিনমজুর শিবু গৌড়ের স্ত্রী ললিতা গৌড়(২৭) এর মৃতদেহ নিজ ঘরের বিছানা থেকে উদ্ধার করে। ঘটনার পেছনে কি রহস্য রয়েছে তা এখনো পর্যন্ত জানা না গেলেও, অনুমান করা যাচ্ছে গার্হস্থ হিংসা এর পেছনে কারণ হিসেবে থাকতে পারে। এদিকে মৃত ললিতা গৌড় এবং শিবু গৌড়ের তিন তিনটা সন্তান রয়েছে বলেও জানা গেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৭৪ ◘ ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং◘ ৩ পৌষ ◘বুধবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কাঠগড়ায় চিন

কনকনে শীতের দিনে করোনা সংক্রমন বৃদ্ধি পাইতেছে ভারতে। তাহাতে নতুন কোরিয়া আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে করোনা সম্পর্কে আবারও সতর্ক করিয়াছে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ক্রিসমাস ডে উপলক্ষে বড় ধরনের জমায়েত এর উপরও কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে। করোনা পরিস্থিতির ওপর এমনিতেই আন্তর্জাতিক মহলে চিন কাঠগড়ায়। বহু দেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে চিনের উহানের পরীক্ষাগার থেকেই ম্যান মেড ভাইরাস ছড়াইয়াছে চিন। মুখ্য আন্তর্জাতিক শক্তি হইতেই চিনের এই দুরভিসন্ধি। করোনা পরিস্থিতি শুধু চিন-মার্কিন সংঘাতই নয়, ইউরোপেও চিন সন্দেহভাজন শক্তি হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের সঙ্গে চিনের শুধু সামরিক, কুটনৈতিক সংঘাতও নয় চীনের সবচেয়ে বাণিজ্যিক বাজার ভারতের সঙ্গে তীব্র সংঘাত শুরু হইয়াছে।চিনকে কোনঠাসা করিতে নয়াদিল্লি এখন ডিজিটাল স্ট্রাইকের পাশে এশিয়ায় জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনামের মত চিন বিরোধী শক্তির সঙ্গে সামরিক, রাজনৈতিক, কুটনৈতিক ও বাণিজ্যিক আঁতাত গড়িয়া তুলিতে চাইছে। এই লক্ষ্যে মোদী ধীরে ধীরে দুই চিনের বিষয়টি সুকৌশলে সামনে আনিয়া বেজিং-এর চাপ বাড়াইতে চাইছেন। ১১৮ টি সহ একাধিক চিনা আপ নিষিদ্ধ করিয়া ভারত চিনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল স্ট্রাইকের পাশে দুই চিনের নীতি নিতে চলিয়াছে ভারতের বিদেশ দপ্তর। দুই চিন তাসে মোদীর কুটনৈতিক কৌশলে বিপাকে পড়িয়াছে চিন, এমনটাই মনে করিতেছেন পর্যবেক্ষক মহল। চীনের আগ্রাসন ও লাদাখে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর নয়াদিল্লির বিদেশ দপ্তর ও সাউথ ব্লকের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কর্তারা দিল্লির বর্তমান এক চিন নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া দুই চিনের তাস ফেলিতে চাইছেন। চিনকে শুধু সামরিক, কুটনৈতিক দিকেই নয়, বাণিজ্যিক দিকে কোনঠাসা করিতে তাইওয়ান তাস খেলিতে চাইছেন। তাইওয়ানের সঙ্গে রাজনৈতিক, কুটনৈতিক এমনকি বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার করিবার পাশে চিন থেকে রপ্তানি কমাইয়া তাইওয়ান থেকে আনিবার ভাবনা চিন্তা চলাতেছে সাউথ ব্লকে। জিনেপিং তাই এখন চাপে।

শুধু দুই চিন তাসই নয়, তিব্বতে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের তিব্বতী জনগণের অধিকারের পক্ষে দিল্লি দাঁড়াক এমনটাই চাইছেন আর এস এসের শীর্ষ নেতৃত্বও। একের পর এক চিনা আপ নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতের ওপর বেজায় চটিয়াছে বেজিং। এদিকে রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে চিন নিয়া ভারতের বিদেশ নীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্রমেই জোরদার হইতেছে।ভারতের চিনা নীতি পরিবর্তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সমর্থন প্লাস পয়েন্ট হইয়াছে দিল্লির। যদিও মোদী সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তা, বিদেশ দপ্তর, বাণিজ্য দপ্তর, এমন কি অর্থ দপ্তরে প্রচ্ছন্ন চিন ঘেঁষা শক্তিশালী লবিও সক্রিয়। আমলাতন্ত্রের মধ্যে কমিউনিষ্ট, বামপন্থী ঘেষা অংশ চাইছেন যে মোদী সরকার যেন চিন সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করেন। ভারত-চীন বিরোধ ঠান্ডা ঘরে পাঠাইয়া চিনের আর্থিক ও বাণিজ্য স্বার্থকে রক্ষা করাই চীনপন্থী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও আমলাদের একাংশ সক্রিয় হইতে পারেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড চিন; ভেঙে পড়ল বহু ঘর-বাড়ি, মৃত্যু ১১১ জনের

বেজিং, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যরাতের শক্তিশালী ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে গেল চিন। ৬.২ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়ি, ভূমিকম্পে চিনে মৃত্যু হয়েছে ১১১ জনের এবং ২০০-র বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। চিনের সময় অনুযায়ী, সোমবার রাত ১১.৫৯ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে চিনের গানসু এবং কিংহাই প্রদেশ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.২, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝৌ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।

ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে অনেক বড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। গানসু এবং কিংহাই এই দুই প্রদেশ মিলিয়ে এখনও পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১১১। ভূমিকম্পের পর চিনের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ওই দুই প্রদেশের আধিকারিকদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্ধারকাজে কোনও ত্রুটি না রাখা এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষায় নিজেদের সেরাটা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। ভূমিকম্পের পরই আতঙ্কিত হয়ে লোক জন রাস্তায় দৌড়তে থাকেন এবং নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করেন।

হাওড়ায় কাগজের মিলে ভয়াবহ আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর

হাওড়া, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): হাওড়ার রানিহাটি এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি কাগজের মিলে। মঙ্গলবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ ওই পেপার মিলে আগুন লাগে। কাগজ-সহ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ থাকার কারণে দ্রুত সেই আগুন গোটা কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলে খবর পাঠান কারখানার কর্মী এবং এলাকার স্থানীয়েরা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন গিয়ে পৌঁছয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর বলে জানা গিয়েছে। কী ভাবে কারখানায় আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। দমকল অফিসার রঞ্জন কুমার ঘোষ বলেছেন, 'ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা আগুন লাগার খবর পাই, দমকলের ৫টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন আয়ত্তে এনেছে। এ ঘটনায় হতাহতের কোনও তথ্য নেই।'

পারদ কিছুটা চড়ল তিলোত্তমায়, তবুও শীতের দাপটে কাঁপছে উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গই

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মহানগরীতে পারদ চড়ল কিছুটা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। যা স্বাভাবিক। পারদ চড়লেও মঙ্গলবার সকালেও ভালোই ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে তিলোত্তমায়। জমজমাট ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি। পশ্চিমের জেলাগুলি তো কাঁপছেই, শীতে কাঁপছে ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার থেকে নামখানা সর্বত্রই।

মঙ্গলবার দিনের শুরু হয়েছে হালকা কুয়াশা দিয়ে, বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। তবে, শীতের দাপট কমেনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশই থাকবে। আগামী শুক্রবার পর্য্যন্ত তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। শনিবার ও রবিবার বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। তার আগে দক্ষিণবঙ্গে উত্তুরে হওয়ার প্রভাব আরও একটু বাড়বে। আগামী দু''দিন তাপমাত্রা আরও একটু কমতে পারে। বুধবার নাগাদ তাপমাত্রা সামান্য কমার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিও এই মুহূর্তে ঠান্ডায় কাঁপছে, কনকনে ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা দার্জিলিং, কার্শিয়াং-এ।

খ্রিস্টান ধর্ম কখন এবং কেন খতনা প্রথা ত্যাগ করেছে?

ফেলিপ লাম্বিয়াস

জন্মের অষ্টম দিনে প্রত্যেক ইহুদি ছেলে নবজাতকের মতো যিশুর খতনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথাটি তার অনুসারীরাই পরে পরিত্যাগ করেছে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রার্থনা করার ধরণও অনেকটা একই রকম। যেমন দলবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করা। খ্রিস্টানরা যেটিকে ক্রিসমাস বা বড়দিন বলে সেটিকে ইহুদিরা বলে হানুক্কা। খ্রিস্টানদের ইস্টারকে ইহুদিরা বলে পাসওভার। এসব দিন খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা একই তারিখে পালন করা। খ্রিস্টানরা কেন বাচ্চা ছেলেদের খতনা করে না তার উত্তর বাইবেলে আছে।

নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে খৎনা নিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল ৫০ সালের দিকে এবং এর প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সেইন্ট পল এবং সেইন্ট পিটার। এই বিষয়ে তারাই জোরদার ভূমিকায় ছিলেন।

'গির্জার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাত ছিল এই খতনা নিয়ে,' বলেছেন মিগুয়েল পাস্তোরিনো। যিনি একাধারে উরুগুয়ের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-দর্শন এবং দার্শনিক নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্বের স্নাতক, দর্শনের ওপর পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং প্রাক্তন পুরোহিত। সেইন্ট পল সে সময়ে কোন সেইন্ট ছিলেন না, শুধু টারসাসের পল ছিলেন। অর্থাৎ তিনি টারসাসের খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

রোমান ক্যাথলিকদের মতে যিনি কঠোরভাবে খ্রিস্টান ধর্মের নির্দেশনা মেনে চলেন, খ্রিস্টীয় জীবন রীতি অনুসরণ করেন, চার্চে থাকেন তাদেরকে সেইন্ট বলা হয়।

তবে পলের একজন ফারিশি হওয়ার কথা ছিল। ফারিশি বলতে মোজেস (যিনি ইসলামে মুসা নবী হিসেবে পরিচিত) প্রণীত আইনের রক্ষক বোঝানো হয়েছে।

বাইবেলের মতে, তিনি সারা বিশ্বে মেসাইয়াহ বা ত্রাণকর্তার বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যিশুর শিষ্যদেরকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন। টারসাসের পল মূলত গ্যালিলির পিটার, নাজারেথের যিশু এবং ইহুদি ধর্মের অন্যান্য প্রচারকদের মতো ছিলেন। তারা একসাথে ইহুদি খ্রিস্টানদের একটি দল তৈরি করেছিলেন। ওই দলের ছেলেদের খতনা করানো হতো। তখন পর্যন্ত ইহুদি ধর্মই ছিল একমাত্র একেশ্বরবাদী ধর্ম। গ্রীক, রোমান এবং মিশরীয়রা সে সময় একাধিক দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত।

ইহুদি অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ইলোকিম (ঈশ্বর) আব্রাহামকে (ইসলাম ধর্মে নবী ইব্রাহিম) বলেছিলেন, 'এটি আমার অঙ্গীকার যা আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে। আপনার, আমার এবং আপনার বংশধরদের মধ্যে থাকা প্রত্যেক পুরুষের অবশ্যই খতনা করতে হবে।' ইহুদি ছাড়াও, মুসলমানরা - যারা নবী ইব্রাহিমকে বিশ্বাস করেন - আজও এই প্রথা অব্যাহত রেখেছে। যদিও খৎনার বিষয়ে কুরআনে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে হাদিসে (নবী মুহাম্মদের বাণী) বর্ণিত আছে। ইতিহাসে খতনা ছেলের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া কেটে অপসারণ করাকে খৎনা বলে। ওই চামড়া দিয়ে যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে দেয়া হয়। এটি এমন এক আচার যা ধর্মের মাধ্যমে শুরু হয়নি। বরং এর শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং ধারণা করা হয় প্রায় ১৫,০০০ বছর আগে মিশরে এই প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও এনিয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য মেলেনি। শিশু বিশেষজ্ঞ বা পেডিয়াট্রিক সার্জন এবং গবেষক আহমেদ আল সালেমের লেখা ''অ্যান ইলাস্ট্রেটেড গাইড টু পেডিয়াট্রিক ইউরোলজি'' বইয়ে এমন তথ্য পাওয়া যায়। আল সালেম তার বইতে ব্যাখ্যা করেছেন, অনেকে স্বাস্থ্যবিধি বা পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আচার-অনুষ্ঠান পালন করার জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করতে, সেইসাথে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের চিহ্ন হিসাবে খতনাকে তাদের

সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

'ধর্ম জীবনযাত্রার প্রতিটি বিষয়কে পরিচালনা করে। স্বাস্থ্যকর চলাফেরা থেকে শুরু করে খাদ্য, যৌনতা, রাজনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মচর্চা।' 'ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো একসাথে জন্ম নিয়েছিল কারণ অন্য সবকিছুই সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত হতো। এবং প্রাচীনকালে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আলাদা করা কঠিন ছিল।' ''স্বাস্থ্যবিধি'' মেনে চলার ওপর যখন তারা আইন প্রণয়নের কথা ভাবছিল তখন তারা ধর্মীয়ভাবে এই আইন তৈরি করে। কারণ আইনটি ঈশ্বরের আইন ছিল, অন্য কিছু ছিল না, ব্যাখ্যা করেন দার্শনিক ও পুরোহিত পাস্তোরিনো। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি ধর্মে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে কোন সংস্কৃতি তা অস্বীকার করেনি।

'কিন্তু এর আবির্ভাব স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা ভেবে হয়েছে নাকি এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কিন্তু এটি অনস্বীকার্য যে খতনার সাথে স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার একটি সংযোগ রয়েছে,' বলেছেন ইহুদি ধর্মযাজক বা র‍্যাবাই ড্যানিয়েল ডলিনস্কি। প্রাচীনকালে, সুমেরিয়ান এবং সেমিটিসরাও পুরুষদের খৎনা করত। সুমেরিয়ানরা মূলত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বা প্রাচীন ব্যাবিলনের জনগোষ্ঠী ছিলেন। অন্যদিকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে যারা সেমিটিক ভাষায় কথা বলতেন তাদের সেমিটিস বলা হতো।

এরও অনেক কাল আগে এবং আরব থেকে অনেক দূরে ভিন্ন সংস্কৃতিতেও খতনা প্রচলন ছিল। মায়ান এবং অ্যাজটেক সভ্যতায় এর অনুশীলন ছিল বলে জানা গিয়েছে। ইউএনএইডস-এর ২০০৭ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমন তথ্য পাওয়া যায়। মায়া সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল দক্ষিণ এবং উত্তর-মধ্য মেক্সিকোতে অন্তত ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং অ্যাজটেক হল মধ্য মেক্সিকোয় গড়ে ওঠা সভ্যতা। যার সময় কাল ছিল ১৪শ থেকে ১৬শ শতকে। যদিও খতনা সব জায়গায় সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। বিশেষ করে হেলেনিস্টিক যুগে। ওই যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন গ্রীকরা তাদের দেহ সুঠাম রাখতে ব্যায়াম করত এবং পুরুষের নগ্নতাকে তারা উপাসনা করত। পুরুষদের যৌনাঙ্গে সামনের চামড়া ছিল তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক। এজন্য খতনাকে তারা ভালোভাবে নেয়নি। 'লম্বা যৌনাঙ্গ এবং যৌনাঙ্গের আগায় বেশি পরিমাণে পাতলা চামড়া থাকাকে তারা সাংস্কৃতিক পরিচয়, নৈতিকতা, সৌষ্ঠব, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতিফলন হিসেবে দেখত।' আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিন এবং জনস হপকিন্স ইন্সটিটিউট ফর দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিনের বুলেটিন অফ মেডিসিনে ২০০১ সালের একটি নিবন্ধে ফ্রেডরিক এম. হজেস এসব তথ্য জানান। এদিকে খতনা করা হয়নি এমন কারও যৌনাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া যদি ছোট হয় এবং সেটা দিয়ে যদি পুরো অগ্রভাগ ঢেকে রাখা না যায় তাহলে সেই যৌনাঙ্গ ত্রুটি পূর্ণ বলে বিবেচিত হত।'হেলেনিস্টিক যুগে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে খতনার প্রথা টিকিয়ে রাখা বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ ইহুদিদের ওপর সে সময় হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল এবং তারা সেই প্রভাবশালী সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে চেয়েছিল,'

কানাডার ম্যাকমাস্টার ডিভিনিটি কলেজের নিউ টেস্টামেন্টের অধ্যাপক সিনথিয়া লং ওয়েস্টফল তার 'পল অ্যান্ড জেন্ডার' বইতে এ কথা বলেন। 'সেই সাথে এমন আরও অনেক সময়েই খতনা করা অবৈধ ছিল। হেলেনিস্টিক যুগের রাজা অ্যান্টিওকাস এপিফেনেস তৎকালীন জুডিয়ার (জেরুজালেম) বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা তাদের ছেলেদের আর খতনা না করায়। ফলস্বরূপ, কিছু ইহুদি পুরুষ তাদের খতনা গোপন করার চেষ্টা করেছিল,' সিনথিয়া লং ওয়েস্টফল তার বইয়ে উল্লেখ করেন।

সেন্ট পিটার ও সেন্ট পল দ্বন্দ্ব

ইহুদি ধর্ম কাউকে তার ধর্মে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে না। কিন্তু যিশু তাঁর অনুসারীদের যতটা সম্ভব তার বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বলেছেন। টারসাসের পল, যিনি সম্ভবত তার কৈশোরে বা প্রারম্ভিক যৌবনে জেরুজালেমে এসেছিলেন, তিনি শৈশবে গ্রীকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তিনি প্রধান ধর্ম প্রচারক হয়ে পড়েন। তিনি সে সময় ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক, গ্রীস এবং মিশর ভ্রমণ করেছেন, যে অঞ্চলগুলো আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

প্রধানত যাদেরকে তারা "বিধর্মী" অর্থাৎ অ- ইহুদি বলে অভিহিত করতেন তাদের মধ্যে যিশুর বার্তা ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছিলেন তিনি। বিধর্মীরা খতনাকে বা যৌনাঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে নির্বাসনের সাথে তুলনা করতো। এমনটাই জানিয়েছেন লং ওয়েস্টফল।

'অতএব, গ্রেকো-রোমান বিশ্বে খতনাকে কলঙ্কিত ভাবা হতো এবং এটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য খুবই বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া ছিল।' পল ধর্ম প্রচারের সময় তাদের বলেছিলেন যে তাদের খতনা করা উচিত নয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল বিশ্বাস। 'এই নিয়মটি আমি সমস্ত গির্জায় প্রতিষ্ঠা করেছি। ইতোমধ্যেই যারা খতনা করেছেন তাদেরকে কী বলা হয়েছে? তাদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের খতনা করার কথা গোপন না করে।' 'কেউ খতনা না করলে তাকে কী বলা হয়েছে? তাকে বলা হয়েছে তার খতনা করানো উচিত হবে না। খতনা করা হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই।' 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের আদেশগুলো মেনে চলা' - গ্রীসের করিন্থ শহরের বাসিন্দাদের কাছে তার প্রথম চিঠিতে পল এসব কথা লিখেন। ইহুদি ধর্ম মতে পুরুষদের অবশ্যই জন্মের অষ্টম দিনে খতনা করাতে হবে। এই প্রথা ব্রিট মিলাহ নামে পরিচিত। 'পল টারসাসের একজন ইহুদি অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রোমান নাগরিক এবং তার মধ্যে গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তিনি খুব সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি হিব্রু, গ্রিক এবং রোমান সংস্কৃতির সাথে কাজ করেছিলেন। তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন, বলেন মিগুয়েল পাস্তোরিনো। 'ক্রাইস্ট (যিশুখ্রিস্ট) আমাদেরকে আইনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছেন,' গ্যালাতিন শহরের বাসিন্দাদের কাছে লেখা চিঠিতে মোজেসের আইনের কথা উল্লেখ করে পল। সেখানে খতনার কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল।কিন্তু তার এই অবস্থান অন্যান্য ধর্ম প্রচারকরা গ্রহণ করেননি। বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত টাইটাসের চিঠিতে পল এই বিবাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। খৎনার পক্ষে থাকা অনেক ''বিদ্রোহী, ভণ্ড এবং প্রতারকদের'' মুখ বন্ধ করার কথাও তিনি চিঠিতে বলেছিলেন।

তিনি অ্যান্টিওখ শহরে পিটারের সাথে একদিন যে যুদ্ধ করেছিলেন সেই কথাও গ্যালাতিয়ানদের লেখা চিঠিতে মনে করিয়ে দেন। অ্যান্টিওখ হল তুরস্কের একটি শহর যেখানে যিশুর অনুসারীদের একটি বিশাল সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল। তাদের সংস্করণ অনুসারে পিটার বিধর্মীদের সাথে খেতেন কিন্তু ধর্ম প্রচারক জেমসের একদল প্রতিনিধি অ্যান্টিওখ শহরে এলে পিটার ''খতনা সমর্থন করার ভয়ে'' বিধর্মীদের থেকে আলাদা হতে শুরু করেন। 'আমি তাকে তার নিন্দনীয় আচরণের জন্য দায়ী করেছি,' পল গ্যালাতিয়ানদের বলেছিলেন। 'আমি সবার সামনে পিটারকে বলেছি - "আপনি ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও যদি ইহুদিদের মতো জীবনযাপন না করেন, তাহলে কেন আপনি বিধর্মীদের ইহুদি ধর্ম পালনে বাধ্য করছেন?" ইউএসএইডের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে ১৫ বছর বয়সের বেশি ৩৩ পুরুষ খতনা করা। খতনা করা প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬.৩ জন মুসলিম, এক জনের কম ইহুদি এবং ১ থেকে ২ জন মার্কিন নাগরিক (যারা মুসলিম/ইহুদি কোনটাই নন)

সমঝোতার মুহূর্ত নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেলে দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে মোজেসের (ইসলামে মুসা নবী) আইন ও ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত কিছু ইহুদি খ্রিস্টান অ্যান্টিওখ শহরে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন সেই আদিম খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা বিধর্মীদের বলেছিলেন যে তারা খতনা না করালে পরিত্রাণ পাবে না। এই কারণেই পল জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে একটি সভা ডাকেন। এটি ছিল জেরুজালেমের তথাকথিত কাউন্সিল। সেখানে পল ব্যাখ্যা করেন, জুডিয়া বা জেরুজালেমের বাইরেও বিপুল সংখ্যক মানুষকে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে টানতে পেরেছেন এবং তার এই লক্ষ্য অব্যাহত থাকবে। যারা মূলত খৎনার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু পরে একে সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ধর্ম প্রচারক জেমস। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের অবশ্যই বিধর্মীদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথে বাধা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।' এই দলে পিটারও ছিলেন। তিনি বলেন, 'কেন তারা ওই মানুষদের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে ঈশ্বরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে? এই ভার আমি বা আমাদের পূর্বপুরুষরা বহন করতে পারেনি? এটা হতে পারে না।' ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এই বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। পল বহু-ঈশ্বর পূজারীদের মধ্যে তার ধর্ম প্রচারের সাথে যুক্ত থাকেন। অন্যদিকে পিটার এবং জেমস ইহুদিদের সেবায় নিয়োজিত হন। এমনটাই ব্যাখ্যা করেছেন পাস্তরিনো। বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ধর্ম প্রচারকরা তারপর অ্যান্টিওখ, সিরিয়া এবং সিলিসিয়ার বিধর্মীদের কাছে একটি চিঠি পাঠান। যেখানে বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, 'প্রয়োজন ছাড়া তারা তাদের ওপর কোন বোঝা চাপিয়ে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মূর্তিপূজার নামে কোন পশুকে শ্বাসরোধ করে বা জবাই করে রক্ত-মাংস বলি দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় সেই সাথে অনৈতিক যৌন সম্পর্ক থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়।' চিঠিটি যখন এন্টিওখে পৌঁছায়, তখন বিশ্বাসীরা তা পড়ে উৎসব করেছিলেন; তাদেরকে খতনা করতে হবে না এই খুশিতে। 'পল বিধর্মীদের জন্য একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবং বাইবেলের বাণী প্রসার করতে গিয়ে তিনি বড় ধরণের বাধা দূর করেছিলেন,' লং ওয়েস্টফল বলেছেন। সময়ের সাথে সাথে, ইহুদিদের মধ্যেও যে কট্টর মনোভাব ছিল সেটাও বিলীন হয়ে যায়। অনেক দেশে ধর্ম ছাড়া সাংস্কৃতিক কারণেও খতনা করা হয়। খতনা করা খ্রিস্টান অনুসারী মোজাইয়েক আইন (মোজেস প্রবর্তিত আইন) খ্রিস্টানদের গির্জা বিলুপ্ত ঘোষণা করলেও আফ্রিকার একটি অংশে খতনাকে ধর্মীয় আচার হিসাবে পালন করা হতো। মিশরের কপ্টিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়, ইথিওপিয়ার অর্থোডক্স খ্রিস্টান এবং কেনিয়ার নোমিয়া গির্জায় এই প্রথা চালু ছিল। ধর্মীয় কারণে না হলেও বিশ্বে খ্রিস্টান অধ্যুষিত পাঁচটি দেশে বেশিরভাগ পুরুষদের খৎনা করা হতো। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৮৭০ সালে চিকিৎসক লুইস সায়ার নির্দিষ্ট কিছু রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ের জন্য খৎনা চালু রাখার কথা বলেন। মি. সায়ার ছিলেন আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এনিয়ে তার বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং খৎনার বিষয়ে প্রচার প্রচারণা প্রায় সমস্ত নবজাতকের জন্য খৎনাকে সর্বজনীন করে তুলেছিল, আল সালেম বলেন। পরবর্তীতে কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডেও খৎনা প্রথা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক শুরু হয়। পুরুষদের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া অপসারণের ঝুঁকি এবং সুবিধার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভিন্নতা থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও নবজাতকদের প্রতিরোধের জন্য এই খতনা অব্যাহত থাকেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টানদের মধ্যে খতনা প্রথা অল্প-স্বল্প চালু রয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের তেজগাঁওয়ে ট্রেনে আগুন, চারজনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও স্টেশনে ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ট্রেনের চারজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা শাজাহান শিকদার সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার ভোর ৫টা ৪ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি জানান, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসে। এটি তেজগাঁও স্টেশন ছেড়ে কমলাপুর অভিমুখে চলা শুরু করতেই আগুন লাগে। ট্রেনটির তিনটি বগিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। নিহতদের মধ্যে একটি শিশু, একজন নারী ও দুইজন পুরুষ। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন স্থগিত ও নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতালের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তাদের এই হরতালে শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটল। এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর ভোরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার প্রহ্লাদপুর ইউনিয়নের বনখড়িয়ার চিলাই ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঢাকাগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়। দুর্বৃত্তরা রেললাইন কেটে ফেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন নিহত ও কমপক্ষে ১০জন আহত হন।

যারা হরতাল-অবরোধ দিয়েছে তারাই তেজগাঁওয়ে ট্রেনে আগুন দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ট্রেনে নাশকতায় আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, 'আপনারা সবাই জানেন যে একটি রাজনৈতিক দল হরতাল-অবরোধের নামে জানমাল ধ্বংস করছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করে, মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও তারই একটি অংশ।

তিনি আরও বলেন, 'আমি বলতে চাই, যারা হরতাল ও অবরোধের ডাক দিয়েছে, তারাই ট্রেনে অগ্নিসংযোগের পেছনে রয়েছে। এর আগে যারা এ ধরনের অপরাধ করেছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা এ ধরনের বিবৃতি দিয়েছে।' গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, দুর্বৃত্তরা রেললাইন কেটে দেওয়ায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। "আমি বলব, ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের নাশকতার কারণে সৃষ্ট প্রতিটি মৃত্যুকে আমি 'হত্যা' বলতে চাই।" পুলিশ বিশ্বাস করে, এই ঘটনার পেছনে যারা রয়েছে তারা হরতাল ও অবরোধের অংশ এবং অবশ্যই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত জড়িত। ডিএমপি কমিশনার বলেন, দলের অনুসারীরা তাদের লোকজনের মাধ্যমে এ হামলা চালাচ্ছে। ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার পর, আমরা জানতে পেরেছি যে অপরাধীরা ট্রেনযাত্রীর ছদ্মবেশে এই হামলা চালিয়েছে। ভুক্তভোগীর মতে, প্রথমে একটি সিটে আগুন দেওয়া হয়েছিল, যা শিগগিরই ছড়িয়ে পড়ে এবং যাত্রীরা দৌড়াতে শুরু করে। কেউ জানালা দিয়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ছিলেন, কেউ দরজা দিয়ে। হাবিবুর বলেন, ভোরে অনেকেই ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় হামলা চালানো হয়।

অনেক নেতা কারাগারে থাকায় হামলাকারীরা বিদেশে থাকা কোনো নেতার আদেশ পালন করছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন, 'যারা হরতাল ডাকছে, অগ্নিসংযোগ ও নাশকতা করছে, তারা তাদের বিদেশে বাস করা নেতার নির্দেশে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে করছে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে হাবিবুর রহমান বলেন, এ ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রতিটি ট্রেনের বগিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিএমপি কমিশনার বলেন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৯।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা, প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেডের (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ইন্টার গভার্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুই দিনব্যাপী এ সভা শুরু হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল এবং ভারতের পোর্টস, শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয়ের সচিব টি কে রমাচন্দ্রন নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দুই দেশের সচিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশের পক্ষে সভায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এবং ভারতের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল রয়েছে।

মঙ্গলবার প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেডের (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ইন্টার গভার্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভা হচ্ছে। এতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) শেখ মো. শরীফ উদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় নিজ নিজ পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আজ বুধবার নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা হবে।

কলকাতায় পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু, ঘর থেকে উদ্ধার দেহ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতায় এক পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু হয়েছে। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পর্ণশ্রীতে। কিন্তু কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত? তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

জানা গিয়েছে, মৃত পুলিশ কর্মীর নাম পুলক দত্ত। বেহালার পর্ণশ্রী থানা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি। স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে সংসার। এদিন রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন ওই পুলিশকর্মী। স্ত্রী ও মেয়ে ছিলেন না বাড়িতে।

তাঁরা ফিরে একাধিকবার ডাকাডাকি করলেও পুলকবাবু কোনও সাড়া দেননি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় পড়ে যান তাঁর স্ত্রী। এদিকে ডাকাডাকিতে প্রতিবেশীরা বেড়িয়ে আসেন। এর পর খবর দেওয়া হয় পর্ণশ্রী থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে যায় বিশাল বাহিনী। দরজা ভাঙতেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হন পুলিশ কর্মী।

তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে পুলিশ। কিন্তু কী কারণে ওই পুলিশ কর্মী আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। চাকরি বা পারিবারিক জীবনে কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি স্থানান্তরিত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বসলেন না বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাইকোর্টের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে যে মামলাগুলির শুনানি হওয়ার কথা ছিল, তা অন্য বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাই কোর্টে কোন বিচারপতিরা এজলাসে বসছেন, তা জানিয়ে এমন নোটিস প্রতি দিনই দেওয়া হয়। মঙ্গলবারের নোটিসেও সে কথাই জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির শুনানি হবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের বেঞ্চে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কবে এজলাসে বসবেন, বুধবার তাঁর কোর্ট বসবে কি না, সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি ওই নোটিসে।

সোমবার অবশ্য নিয়মমাফিক বসেছিল বিচারপতির এজলাস। তবে দুপুরে এক আইনজীবীকে "সিভিল প্রিজন"-এ পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ক্ষমা না চাওয়া অবধি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন আইজনীবীদের অন্যতম বড় সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয় বলে সূত্রের খবর।

যে নির্দেশের প্রতিবাদে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আইনজীবীরা, সেই নির্দেশ অবশ্য কিছু পরে প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন বিচারপতি। এক আইনজীবীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে শেরিফের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। পরে আইনজীবীদের অনুরোধেই সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু তার পরও বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের একাংশ বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয় সোমবার।

তাঁদের অনুরোধেই সোমবার রাতে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বসে এবং বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যদি এমন কোনও নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে তার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনার পরও বিচারপতির এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি বার অ্যাসোসিয়েশনের ওই আইনজীবীরা। বরং, বারের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক জানান, যত দিন না বিচারপতি এই ঘটনার জন্য ওই আইনজীবী এবং বারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছেন, তত দিন এই প্রতিবাদ চলবে।

মঙ্গলবার অবশ্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নিজে এজলাসেই আসেননি।

তবে তাঁর এজলাসের বাইরে কোনও আইনজীবীকেও দেখা যায়নি। মঙ্গলবার বিচারপতির এজলাসে যে মামলাগুলির শুনানি ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল আলিপুরদুয়ারের মহিলাদের ঋণদান সমবায় সমিতির ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মামলা। সেটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিচারপতি ভট্টাচার্য্যের বেঞ্চে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপার বন্টনের কাজ শুরু

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর, (হি.স.): মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দু'মাস বাকি নেই এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপার দিতে শুরু করল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। চলতি সপ্তাহ থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে টেস্ট পেপার পৌঁছে যাবে বলেই, আশাবাদী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবারই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিকের টেস্ট পেপারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বলে জানা গেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। টেস্ট পেপারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বুধবার থেকে বিভিন্ন জেলার স্কুল বিদ্যালয়ের পরিদর্শকদের পাঠানো শুরু হবে টেস্ট পেপার। তারপরেই স্কুল মারফত টেস্ট পেপার পেয়ে যাবেন স্কুলগুলি।

যদিও অনেকটা দেরিতে টেস্ট পেপার প্রকাশ করা হচ্ছে বলেই ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা স্কুলে স্কুলে নভেম্বর মাসেই শেষ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কেন এত সময় লাগল টেস্ট পেপার তৈরি হতে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পর্ষদের দাবি প্রত্যেকটি স্কুলকেই স্কুলের প্রশ্নপত্র পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। অনেক স্কুলই প্রশ্নপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা তৈরি করেছে। তার জেরেই কিছুটা দেরি হয়েছে বলেই দাবি করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট পেপার দেয়। এই টেস্ট পেপারে একদিকে যেমন বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র থাকে তেমনি মাধ্যমিকের মডেল প্রশ্নপত্র রাখা হয় এই টেস্ট পেপারে। এবারেও মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার ঠিক সেই ভাবেই তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।

যদিও একাংশের বক্তব্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টেস্ট পেপার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর আগেই কয়েকটি সংগঠনের টেস্ট পেপার ইতিমধ্যেই বাজারে যেতে শুরু করেছে।

ভবিষ্যতের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা মাথায় রাখতে হবে : রাষ্ট্রপতি

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভবিষ্যতের জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের কথা মাথায় রাখতে হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার হায়দরাবাদ পাবলিক স্কুল সোসাইটির শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন রাষ্ট্রপতি। নিজ বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এটা নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিক জ্ঞানই অর্জন করবে না বরং জীবন দক্ষতাও শিখবে।'

শিশুদের জীবনে কিছুটা আবেগ থাকার পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, তাঁদের এমন কাজের জন্য সময় বের করতে হবে যা তাদের সুখ এবং সন্তুষ্টি দেয়। সেই কাজটি করে তারা যে ইতিবাচক শক্তি পায় তা অন্যান্য কাজ করার ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেবে। হায়দরাবাদ পাবলিক স্কুলের ১০০ বছরের যাত্রায় শিক্ষার্থীদের চমৎকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোটা টিমের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি।

আসন্ন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদীয় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপির

হাফলং (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২৮ আসনের ত্রয়োদশ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (নর্থ কাছাড় হিলসঅটোনমাস কাউন্সিল সংক্ষেপে এনসিএইচএসি)-এর নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা এনসিএইচএসির নির্বাচনী পর্যবেক্ষক অজন্তা নেওগ আজ

"পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলবে", ববির ভাষণে তোপ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): একটি সমাবেশে কলকাতার মেয়রের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নয়া রাজনৈতিক জোটের শরিক কংগ্রেস এবং সোনিয়া গান্ধীর কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন বিজেপি-র রাজ্য সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

মঙ্গলবার অমিতবাবু সংশ্লিষ্ট ভিডিও যুক্ত করে এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "ডিএমকে-র পর, একটি ইণ্ডি জোটের সদস্য, সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

সিনিয়র টিএমসি নেতা, অতীতে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যে আসন অলঙ্কৃত করেছেন, সেই কলকাতার মেয়র এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছেন যে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলবে। একটি অবিকৃত ভিডিওতে সেটা প্রকাশ্যে এসেছে।

বাংলার গর্বের কি হলো? কেউ কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করবে? তিনি কি এই বিশ্বদর্শন সমর্থন করেন? এটাই কি টিএমসির কর্মসূচি? এটাও কি আইএনডিআই জোটের কর্মসূচি? কংগ্রেস ও সোনিয়া গান্ধীকে বিষয়টা স্পষ্ট করতে হবে।"

শুভেন্দুর নেতৃত্বে পরিষদীয় কর্মসূচিতে দলে দ্বিমত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের দিন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কলকাতায় পরিষদীয় দলের কর্মসূচিতে নেই রাজ্য বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "বিধায়কদের তরফে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপি কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না এ বিষয়ে। মুখ্যমন্ত্রী দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এটা বিষয়। দিল্লিতে উনি (মমতা) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেই পারেন।"

অর্থাৎ দিল্লিতে মোদী-মমতা সাক্ষাতের দিন শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে পরিষদীয় দল যে কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা করছে তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে রাজ্য বিজেপিতে। এর ফলে বঙ্গের পদ্ম শিবিরে আভ্যন্তরীন গোষ্ঠী কোন্দলই ফের সামনে এসে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

দলীয় সূত্রে খবর, বিধায়কদের নিয়ে বিরোধী দলনেতার ওই একক কর্মসূচিতে সায় নেই রাজ্য বিজেপির। কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বুধবার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে যোগ দিতে রবিবারই মমতার সঙ্গে দিল্লি গিয়েছেন সাংসদ, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, আগামিকাল বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করবেন তখন কলকাতায় পাল্টা কর্মসূচির ছক করেছে বিজেপি পরিষদীয় দল। মূলত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একক উদ্যোগেই এই কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভবন থেকে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে মিছিল করতে পারেন শুভেন্দুবাবু। রাজভবন পর্যন্ত মিছিল করে গিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়ার ভাবনাচিন্তাও রয়েছে। যদিও সিংহভাগ বিজেপি বিধায়কদের কাছে পুরো কর্মসূচি পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে।

বিজেপির এক বিধায়ক জানালেন, "আমাদের ২০ তারিখ সকালে বিধানসভায় যেতে বলা হয়েছে। কী হবে এখনও জানানো হয়নি।" তবে বিধায়কদের একটি কর্মসূচি যে রয়েছে তা এদিন জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। এর আগেও রাজ্য বিজেপির সঙ্গে বিজেপি পরিষদীয় দলের দূরত্ব সামনে এসেছে। বিজেপির একাংশের অভিযোগ, পরিষদীয় দল রাজ্য পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সেভাবে সমন্বয় রেখে চলে না। বিরোধী দলনেতা পরিষদীয় দলকে নিয়ে সমান্তরালভাবে আরেকটি বিজেপি চালান। আবার একাধিক বিধায়ক পাল্টা অভিযোগ করে আসছেন, জেলা বিজেপি নেতারা তাঁদের সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ রাখে না। কর্মসূচির খবর সেভাবে দেওয়া হয় না। এই পরিস্থিতি সামলাতে পার্টির সঙ্গে পরিষদীয় দলের সমন্বয় যাতে ঠিক থাকে সেজন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে পুকুরে গাড়ি পড়ে মৃত মা ও ছেলে

বারাবাঙ্কি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় পুকুরে গাড়ি পড়ে মা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গাড়িটি সোমবার রাতের দিকে পুকুরে পড়ে যায়। বারাবাঙ্কি জেলার রানী বাজার এলাকায় একটি পুকুরে গাড়িটি পড়ে গেলে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে থাকা পরিবারের ছয়জন সদস্য আহত হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রামনগর থানা এলাকার অধীনে লখনউ-বাহরাইচ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) অখিলেশ নারায়ণ জানিয়েছেন, চন্দনাপুর গ্রামের বাসিন্দা পাপ্পু

"এই হল 'আইএনডিআইএ'র আসল রূপ", কল্যাণের ব্যঙ্গে মন্তব্য সুনীল দেওধরের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সোমবারের মত মঙ্গলবারও সংসদের দুই কক্ষেই বিরোধী সাংসদেরা গণহারে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। সেই ধারা অব্যাহত। এর মধ্যেই নতুন সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে বিরোধী সাংসদদের অবস্থানে কার্যত আসর জমিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ যে ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, শরীরী ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা দেখে অনেকের দাবি তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের কথা বলার ধরন, শরীরী ভাষা নকল করেছেন।

বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে লিখেছেন, "এই হল 'আইএনডিআইএ'র আসল রূপ। সংসদ চত্বরে দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে নকল করে ঠাট্টা করা হচ্ছে। আর প্রবীণ যুব নেতা রাহুল গান্ধী ভিডিয়ো বানিয়ে হাসছেন।"

যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন সংসদে বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কল্যাণের এ হেন আচরণের খবর পৌঁছে যায় ধনখড়ের কানেও। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "গোটাটাই হাস্যকর। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না।"

প্রসঙ্গত, ব্যঙ্গ-প্রদর্শনের সময় কল্যাণের 'প্রতিভা' দেখে কার্যত হেসে লুটোপুটি খেতে থাকেন বিভিন্ন দলের সাংসদেরা। দেখা যায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে কল্যাণের ভিডিয়ো তুলছেন।

বনমন্ত্রীর মামলায় নথি ও তথ্যের খোঁজে ইডির হানা অরণ্য ভবনে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার সল্টলেকে অরণ্য ভবনে হানা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, রেশন দুর্নীতির তদন্তেই এই হানা।

রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। এই বালুই আবার রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী। প্রশ্ন উঠছে, রেশন-তদন্তের হাত ধরে আবার নতুন কোনও পর্দা না ফাঁস হয়!

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বন দফতরের সল্টলেকের অফিসে পৌঁছোন ইডির তদন্তকারীরারা। দলটিতে ছিলেন ইডির ৬জন কর্তা। বনমন্ত্রীর চেম্বারে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন তাঁরা। পুরো অফিস ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই ইডি চার্জশিট পেশ করেছে। তাতে নাম রয়েছে বালু মল্লিক, বাকিবুর রহমানের।

পরমার্থ সাধক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবিরের। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দাঁত মাজলেই রক্তপাত হচ্ছে?

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে শরীরের পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন সি প্রয়োজন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবেও এই ভিটামিনের চাহিদা ভালই। ফ্রি র‌্যাডিকালস ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে শরীরকে বাঁচায় এই ভিটামিন। চুল ও ত্বকের যত্নেও ভিটামিন সি চাই-ই-চাই। শরীরে এই ভিটামিনের অভাব হলেই শুরু হয় নানা রকম সমস্যা। শরীর ভিটামিন সি জমিয়ে রাখতে পারে না। রোজের খাবারের মাধ্যমেই এই ভিটামিন ছড়িয়ে পড়ে শরীরের কোষে কোষে। আমলকি, বিভিন্ন ধরনের লেবু, পেঁপে, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, পেয়ারা, ব্রকোলিতে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন সি থাকে ভরপুর মাত্রায়। শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে সতর্ক হতে হবে। কোন উপসর্গগুলি শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়?

দাঁতের সমস্যা: শরীকে ভিটামিন সি-র অভাব হলে দাঁতের গোড়ায় ক্যালশিয়াম জমে থাকে ফলে মাড়ি দুর্বল হয়ে যায়, দাঁত থেকে রক্তপাত হয়। দাঁতে ব্যথাও হতে পারে। তাই দাঁতের দীর্ঘ সমস্যা হলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে। চুল ওঠা: ভিটামিন সি-র স্বল্পতা চুলের গোড়াকে আলগা করে দেয়। আপনারও কি চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ হতে পারে শরীরে ভিটামিনের অভাব। চুলের যে কোনও প্রসাধনীতে তাই আমলকি, লেবুর উপাদান থাকে। কোনও অসুখ ছাড়াই ঘন ঘন চুল উঠলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে শরীরে।

ঘন ঘন সর্দিকাশি: ঘন ঘন জ্বরে কাবু হচ্ছেন? বার বার ঠান্ডা লাগলে সতর্ক হোন। ভিটামিন সি-র অভাব হলে শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা কমে যায়। তাই শরীর কোনও জীবাণুর আক্রমণ ঠেকাতে পারে না। সহজে ঠান্ডা লাগেও এই কারণেই। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও কিন্তু সতর্ক হতে হবে। ত্বকের বেহাল দশা: এই ভিটামিনের অনুপস্থিতিতে ত্বকে কোলাজেন সিন্থেসিস বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ত্বকের বাইরের স্তর (এপিডার্মিস) পাতলা ও ফ্যাকাশে হতে থাকে। ত্বকের নীচের রক্তজালকগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীতকাল না হলেও ত্বক খসখসে দেখায়। ঘা শুকোতে সময় লাগলে: শরীরে ভিটামিন সি-র জোগান কম হলে কোলাজেনের উতাদন ব্যাহত হয়। ফলে কোথাও কোনও ক্ষত হলে সেই ক্ষত সহজে সারে না, অনেকটা সময় লাগে। তাই ক্ষত দেরিতে শুকোলে ডায়াবিটিস ছাড়াও শরীরে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে।

শীতকালে গিজার খারাপ হলে বিপদ

শীতকালে স্নান করা একটা বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। স্নানঘরে ঢুকতেই যেন ভয় করে। শ্যাম্পু করার দিন তো গায়ে জল পড়ার আগেই "হাড় হিম" হওয়া যায়। এ দিকে, স্নান না করলেও চলে না। অগত্যা শীতের একমাত্র ভরসা হল গিজার। শীতকালে তো বটেই, সারা বছরই গিজারের জলে স্নান করেন অনেকেই। তবে শীতকালে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়।

এই হাড় কাঁপুনি ঠান্ডায় হঠাতযদি গিজার খারাপ হয়ে যায়, তা হলে বেকায়দায় পড়েন শীতকাতুড়েরা। তাই গিজার ভাল রাখতে চাই পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ। কী ভাবে নেবেন গিজারের যত্ন?

১) গিজার স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করে। অর্থাত বিদ্যুতসংযোগ পাওয়ার পর জল গরম হয়ে গেলে নিজে থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির গিজারটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করছে কি না, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তা না হলে এক বার দক্ষ কাউকে দিয়ে দেখিয়ে নিন। ২) একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গিজারে জল গরম হয়ে যায়। খেয়াল রাখুন তা হচ্ছে কি না। জল গরম হতে দেরি হলে সব ঠিক আছে কি না এক বার যাচাই করা জরুরি। জল গরম হতে অনেক দেরি হলে বুঝবেন গিজারে কোনও গোলযোগ হয়েছে।

৩) জল গরম হয়ে গেলে গিজারটি প্রধান জায়গা থেকে বন্ধ করে দিন। না বন্ধ করে স্নান করবেন না। এতে যেমন বিদ্যুতের সাশ্রয় হব, তেমনই গিজারটিও দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।

৪) জল গরম হয়ে গেলে সম্পূর্ণ জল গিজার থেকে বার করে নিন। জল জমিয়ে রাখবেন না। জল মজুত হতে থাকলে গিজারে আয়রন জমে গিয়ে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

প্রতি শীতে সন্তান প্রচণ্ড ভোগে?

শীতকালে শিশুদের নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন অভিভাবকেরা। কারণ, শীতকালেই যত সর্দি-কাশি, হাঁচি, জ্বরের সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের সংক্রমণজাতীয় সমস্যা সবচেয়ে আগে হানা দেয় শিশুদের মধ্যে। কারণ, শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। ফলে যে কোনও রোগ সবচেয়ে আগে বাসা বাঁধে শিশুর শরীরে। তাই শিশুকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শীতে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে স্বাস্থ্যকর খাবার তো খাওয়ানো জরুরি। তবে রোগবালাই থেকে দূরে রাখতে বরং সন্তানকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়াতে পারেন কিছু পানীয়।

গাজরের রস

শীতকালে গাজরের মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। শীতে সন্তানকে ফিট রাখতে বরং ভরসা রাখতে পারেন গাজরের রসে। গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি৬, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। প্রতিটি উপাদানই শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রস ছাড়া অন্য ভাবেও গাজর খাওয়াতে পারেন সন্তানকে।

কমলালেবুর রস

কমলালেবু শুধু স্বাদের নয়, যত্ন নেয় শরীরেরও। কমলালেবুতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, পটাশিয়াম, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এগুলি শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে যে কোনও রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত থাকে শিশুরা। কমলালেবুর রস ছাড়াও বিটের শরবতও কিন্তু শিশুদের জন্য অত্যন্ত ভাল।

জাফরন দুধ

শীতে অ্যালার্জির সমস্যা বেশ বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করে। শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা আরও বেশি দেখা যায়। সন্তানকে সংক্রমণমুক্ত রাখতে বরং খাওয়াতে পারেন জাফরন মেশানো দুধ। জাফরন সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। শিশুরা এমনিতেই দুধ খেতে চায় না। তবে খানিক জাফরন মিশিয়ে দিলে বেশ সুস্বাদু লাগবে। শীতে শিশুকে অবশ্যই এই পানীয় খাওয়ান।

শহরের কোন রেস্তরাঁয় কী পাওয়া যাচ্ছে?

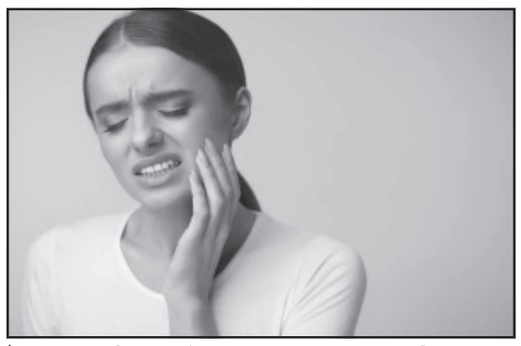

শীতের সকালে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা খেয়ে দিন শুরু করার আমেজই আলাদা। তবে শুধু বাড়িতে বসে, কম্বল জড়িয়ে থাকলে তো হবে না। সামনে বড়দিন আসছে। রয়েছে নতুন বছরও। পরিবার, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাইরে খেতে যাবেন না তা কী করে হয়? উতব উপলক্ষে সেজে উঠেছে শহরের বিভিন্ন রেস্তরাঁ। বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় জমবে খানাপিনার আসর, পরিবারের সকলে মিলে কোথায় একজোট হবেন, রইল তার সুলুকসন্ধান।

১) ওয়ান সিপ গ্যাস্ট্রোপাব

শরীরের কথা ভেবে সারা বছর তেমন মদ খান না। কিন্তু পালাপার্বণে একটু-আধটু গলা না ভেজালে চলে? তার জন্য রাজারহাট-নিউ টাউনে রয়েছে ওয়ান সিপ গ্যাস্ট্রোপাব। ২০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে চলছে "বিয়ার অ্যান্ড বার্ডি ফেস্টিভ্যাল"। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার আদর্শ স্থান এই পাব। সঙ্গে খানাপিনা তো আছেই। রোস্ট চিকেন উইংগ উইথ রেড ওয়াইন সস স্লাইস গ্রিল্ড চিকেন উইথ ডিল সস চিকেন মিটবল, কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেনের মতো লোভনীয় খাবারের সম্ভার রয়েছে এখানে। খাবারের দাম ৫০০ টাকা থেকে শুরু।

২) ট্রিঙ্কাজ

কলকাতায় থাকেন অথচ ট্রিঙ্কাজের নাম শোনেননি, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। শুধু বড়দিন বা নতুন বছর নয়, ডিসেম্বরের যে কোনও দিন কিংবা সপ্তাহান্তে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গেলেই ঢুঁ মারতে পারেন ট্রিঙ্কাজে। কুইন্স পুডিং, বিভিন্ন ধরনের কেক, লেমন পাই, বানোফে পাই ছাড়াও মিষ্টি পদের হরেক সম্ভার রয়েছে এখানে। ৪৫০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে সেই সব খাবারের দাম। ৩) দ্য ওয়েস্ট ইন ভারতীয় খাবারের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে দ্য ওয়েস্ট ইন কলকাতার বেদিক। ''লাইভ'' শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সঙ্গে মাখমফলম, জপপুষ্প, শকরকান্দি, পুরানপোলি, গাল বেদিক, ব্ল্যাক খিচড়ি, গাজর কা হালুয়া, গুলকন্দের মতো খাবারের স্বাদ চেখে দেখতেই পারেন। এক জনের জন্য খরচ পড়বে ১৭০০ টাকা। ৪) ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়ট বড়দিন, নতুন বছর উদ্যাপন করবেন। পকেটের দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে। পরিবারের সঙ্গে হোটেলে খেতে গিয়ে হালের "ডিজে" শুনতে ভাল না-ই লাগতে পারে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে উদ্যাপন করতে গিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার কোনও মানেই হয় না। তাই সমাজের সকল স্তরের, সব বয়সের মানুষের কথা ভেবে ফেয়ারফিল্ড তাঁদের বিভিন্ন রেস্তরাঁয় খরচ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম খাবার, অনুষ্ঠানের পসরা সাজিয়েছে। ১৫০০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নানা রকম প্যাকেজ আছে। ২৪, ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর যে কোনও দিন চলে গেলেই হল।

ঘরোয়া পাঁচ টোটকা: আক্কেলে দাঁতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলেই দাঁতে ব্যথা হয়। কিন্তু আক্কেল দাঁত এতই বেআক্কেলে যে, সে কোনও নিয়ম মানে না। কোনও কিছু চিবিয়ে খেতে অসুবিধে হয়। যন্ত্রণা কারও কারও ক্ষেত্রে দাঁত থেকে কান, গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চিকিতকের পরামর্শ না নিয়ে ব্যথার ওষুধ খাওয়া আবার ঠিকও নয়। মধ্যরাতে হঠাতএমন ব্যথা শুরু হলে তা সামাল দেবেন কী ভাবে?

১) নুন, গরম জলে কুলি

ঈষদুষ্ণ জলে নুন মিশিয়ে কুলকুচি করা যেতে পারে। এতে দাঁতের গোড়ায় থাকা ব্যাক্টেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত কমে। ফলে আক্কেল দাঁত যেখানে উঠছে, সেই জায়গায় কোনও সংক্রমণ হয়ে থাকলে, তা কমে যায়। তা ছাড়া এতে মাড়ির ব্যথারও উপশম হয়।

২) লবঙ্গ

দাঁতের ব্যথায় লবঙ্গ খুবই কার্যকর। মুখের মধ্যে ব্যথার এলাকায় একটি লবঙ্গ দাঁতে চেপে রাখতে হয়। এই লবঙ্গের রসে সেখানকার সংক্রামক ব্যাক্টেরিয়ার মৃত্যু তো হয়ই, একই সঙ্গে ব্যথাও কমে। এ ছাড়া ব্যথার জায়গায় লবঙ্গের তেলও লাগিয়ে রাখতে পারেন। এতেও ব্যথা দূর হবে।

৩) ঠান্ডা-গরম সেঁক

সারা দিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠান্ডা-গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে মুখের বাইরে থেকে। একটি তোয়ালেতে বরফ নিয়ে ঠান্ডা সেঁক দিলে ব্যথা কমবে। গরম সেঁক দিলে রক্ত চলাচল বাড়বে। ফলে ব্যথার দ্রুত উপশম হবে।

৪) পুদিনা

পুদিনা পাতায় অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকে, যা ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। পুদিনা পাতার রসে তুলো ভিজিয়ে মাড়িতে লাগান, আক্কেল দাঁতের ব্যথায় আরাম পাবেন। গরম গরম পুদিনা পাতা দেওয়া চা পান করলেও সুফল মিলবে।

৫) হলুদ

দাঁতের ব্যথা কমাতেও হলুদের জুড়ি নেই। এক কাপ গরম জলে আধ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, দু'টি লবঙ্গ ও দু'টি শুকনো পেয়ারা পাতা নিন। কুলকুচি করুন। মাড়ির ক্ষত ও দাঁতের ব্যথায় আরাম পাবেন।

শীত পড়তেই বাতের ব্যথা বেড়েছে?

বয়স বাড়লে কোমরে যন্ত্রণা, হাঁটুর ব্যথায় ভুগতে দেখা যায় অনেককেই। তবে আর্থারাইটিসের কারণে কম বয়সেও ভুগতে হতে পারে। আর্থারাইটিসের দু'টি ভাগ। অস্টিয়ো আর্থারাইটিস ও রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস। অনেকের ধারণা, আর্থারাইটিসের সমস্যা সহজে কমতে চায় না। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা, নিয়ম করে শরীরচর্চা ও খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে ব্যথা কমানো সম্ভব।

আর্থারাইটিস বা বাত অস্থিসন্ধির একটি গুরুতর সমস্যা। এই রোগে দেহের বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা হয়। পেশি ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা যায়। কয়েকটি খাবার আছে, যা খেলে আর্থারাইটিসের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর্থারাইটিসে ভুগলে কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন?

১) প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন চিপস বার্গার, চিজ, পপ কর্নের, নোনতা, ভাজাভুজির মতো খাবার আর্থারাইটিসের রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

২) আর্থারাইটিসের সমস্যায় ভুগলে পাঁঠার মাংস খাওয়ার ব্যপারেও সচেতন থাকতে হবে। কারণ, রেডমিটে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে। এই ধরনের খাবার ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৩) অতিরিক্ত চিনি আছে এমন পানীয় আর্থারাইটিসের ব্যথা বাড়িয়ে পড়তে পারে। বাতের ব্যথা থাকলে শরবত, নরম পানীয়, সোডাযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলাই ভাল।

৪) আর্থারাইটিসে কাঁচা নুন খাওয়ার অভ্যাস খুবই ক্ষতিকর। কাঁচা নুনে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। যা আর্থারাইটিসের ব্যথা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারও আর্থারাইটিসের রোগীদের না খাওয়াই ভাল। চিনি দেওয়া শরবত, নরম পানীয়, সোডা দেওয়া ফলের রস আর্থারাইটিসের রোগীদের পক্ষে একেবারেই উপকারী নয়।

৫) আর্থারাইটিসের রোগীদের জন্য মদ্যপানও ক্ষতিকর। নিয়মিত অ্যালোহল পান বাতের ব্যথা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে।

বাড়িতে কবাব করলে কিছুতেই তুলতুলে হয় না?

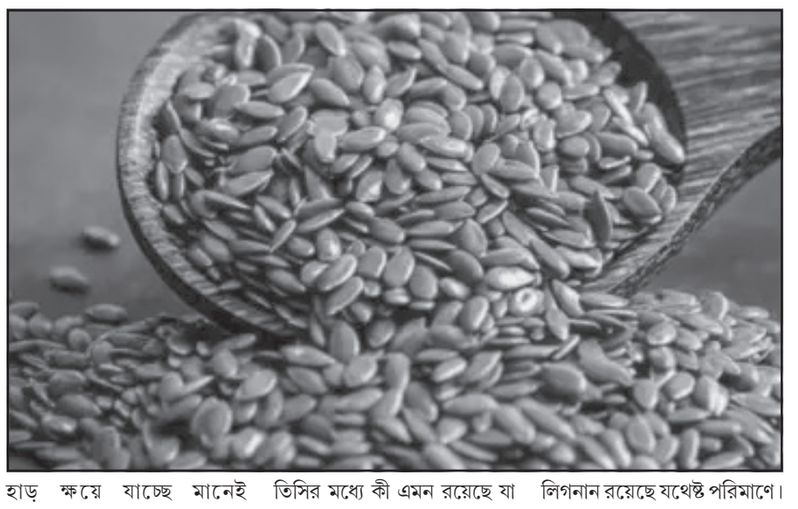

শীতের বিকেল-সন্ধ্যা মানেই মুখরোচক খাবারের খোঁজ। রসনাতৃপ্তির জন্য ঢুঁ দেন এই রেস্তরাঁ থেকে সে রেস্তরাঁয়। আর কবাবের বন্দোবস্ত থাকলে তো কথাই নেই। বড় হোটেল হোক বা রাস্তার পাশের ফাস্ট ফুড কাউন্টার ঠান্ডার আমেজে কবাবের বিক্রি হচ্ছে রমরমিয়ে। কবাবের চাহিদা সারা বছরই থাকে, তবে বাতাসে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করলেই কবারের প্রতি টান যেন আরও বেড়ে যায়। বাড়িতে পার্টি কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার আয়োজন হলেও কবাব থাকা চাই-ই চাই! তবে বাড়িতে কবাব তৈরি করার সময় দোকানের সেই স্বাদ আসে না। জেনে নিন রান্নার সময় কোন টোটকাগুলি মেনে চললে কবাবের স্বাদ হবে একেবারে দোকানের মতো।

১) রেস্তরাঁ কিংবা দোকানে কবাব হয় মূলত তন্দুরে। তবে বাড়িতে তন্দুর থাকে না। ফ্রাইং প্যানেই মূলত সেঁকা হয়। পরে গ্যাসে পুড়িয়ে নিলেও সেই স্বাদ আসে না। তাই কবাব বানানোর পর একটি পাত্রে কবাবগুলি রেখে তার মধ্যে আর একটি ছোট বাটি রাখুন। এ বার কয়লা ভাল করে গরম করে নিয়ে ছোট বাটিতে রেখে উপর থেকে এক চামচ ঘি ঢেলে দিন। সঙ্গে সঙ্গে বড় পাত্রটিকে ঢেকে দিন। কবাবের মধ্যে পোড়া স্বাদ আর গন্ধ দুই আসবে এই পদ্ধতিতে। কয়লা না থাকলে বড় মাপের দারচিনি পুড়িয়েও ব্যবহার করতে পারেন।

২) কবাবের ক্ষেত্রে মশলা যেন মাংসের ভিতরে ভাল ভাবে ঢোকে সেটা ভীষণ জরুরি। তাই মাংসে মশলা মাখিয়ে দু-তিন ঘণ্টা রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। শুধু মাংসই নয়, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টোম্যাটোগুলিও আগে থেকেই মশলা মাখিয়ে রাখুন। তা হলেই বাড়বে কবাবের স্বাদ। কবাবের ম্যারিনেশন যত শুকনো হবে ততই ভাল। তাই মাংসে যেন কোনও জল না থাকে সে দিকে নজর রাখুন। জল ঝরানো দই ব্যবহার করুন। ৩) কবাব খুব বেশি সেঁকে নিলে শক্ত হয়ে যায়, তখন খেতে মোটেও ভাল লাগে না। তাই কবাব কত ক্ষণ সেঁকলে তা কাঁচাও থাকবে না, আর ভিতর থেকে রসালো হবে তা বোঝা ভীষণ জরুরি। কবাব নরম করতে রান্নার সময় মাঝেমাঝে মাখন দিয়ে ব্রাশ করুন।

শীতে ঠোঁট ফেটে চৌচির?

জাঁকিয়ে শীত পড়ুক না পড়ুক, ইতিমধ্যেই ঠোঁট ফাটতে শুরু করেছে। লিপস্টিক পরেও ঠোঁটের ফাটল আড়াল করা যায় না। এই সময়ে ঠোঁট একটু বাড়তি যত্ন চায়। পর্যাপ্ত যত্ন নিলে শীতেও ঠোঁটে থাকবে বসন্তের কোমলতা। শরীরের অন্যতম স্পর্শকাতর একটি অংশ হল ঠোঁট। ফলে যত্নে না রাখলে ঠোঁটের চামড়া অতিরিক্ত পরিমাণে শুষ্ক হয়ে যায়। ত্বকের মতোই অনেকেই ঠোঁটের যত্ন নিতেও ভরসা রাখেন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর। তাতে আবার হিতে বিপরীত হয়। বরং ঠোঁটের যত্ন নিতে ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি ঘরোয়া টোটকার উপর।ন ১) ঠোঁটের যত্নে অনেকেই পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেন। তবে শুধু পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে চলবে না। পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে খানিকটা মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। তার পর তুলো দিয়ে সারা ঠোঁটে বুলিয়ে নিন। এতে কোমল হবে ঠোঁট। ২) গ্লিসারিন তো ত্বকের যত্নে অনেকেই ব্যবহার করেন। তবে গ্লিসারিন ঠোঁটেও ব্যবহার করতে পারবেন। গ্লিসারিনের সঙ্গে অল্প অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঠোঁটে মাখতে পারেন। ময়েশ্চারাইজারের কাজ করবে। ৩) শীতে অতিরিক্ত ঠোঁট ফাটার প্রবণতা রয়েছে অনেকেরই। সে ক্ষেত্রে চালের গুঁড়োর সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ ঠোঁটে লাগিয়ে রাখুন। এতে ঠোঁটের মরা চামড়া উঠে আসবে সহজেই। ৪) শুষ্ক ঠোঁটের সমস্যা এড়াতে ভরসা হতে পারে তিলের তেল। তিলে থাকা নানা স্বাস্থ্যকর উপাদান ভিতর থেকে যত্ন নেয় ঠোঁটের। ঠোঁট মসৃণ এবং মোলায়েম রাখতে সত্যিই দারুণ উপকারী এটি।

মুঠো মুঠো ওষুধ নয়, একটি বীজেই হবে হাড়ের যত্ন

হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে মানেই ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি খেতে হবে। এমন ধারণা অমূলক নয়। হাড় এবং দাঁতের যত্নে ক্যালশিয়াম প্রয়োজন বলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়ে ফেলা ঠিক নয়। বয়স্কদের শরীরে বেশি ক্যালশিয়াম জমলে আবার হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তবে পুষ্টিবিদেরা হাড় ভাল রাখতে নিয়মিত তিসি বা ফ্ল্যাক্স সিড খাওয়ার পরামর্শ দেন।

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরানোর পাশাপাশি হাড়ের যত্নেও এই বীজের ভূমিকা রয়েছে।

তিসির মধ্যে কী এমন রয়েছে যা হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয়? ১) ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড তিসি বা ফ্ল্যাক্স সিডে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাড়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। "জার্নাল অফ ফুড বায়োকেমিস্ট্রি"-তে প্রকাশিত হয়েছে, এ ছাড়া রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, ফাইবারের মতো উপাদান। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে এই সব ক'টি উপাদান প্রয়োজনীয়।

২) লিগনান তিসির মধ্যে লিগনান রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান। একটা বয়সের পর মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। হরমোনের হেরফেরে হাড়ের ঘনত্ব কমতে থাকে। হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই তিসি।

৩) ফাইবার শরীরে উপস্থিত ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফাইবার। তিসির মধ্যে ফাইবার রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। নিয়ম করে তিসির বীজ খেলে হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদানই পর্যাপ্ত পরিমাণে শরীরে পৌঁছয়।

বড়দিন সামনেই। তাই চলছে দোকানে দোকানে কেনাকাটার ধুম। ছবি- নিজস্ব।

হাসপাতালের লিফটে আটক ৪, দীর্ঘ ৮০ মিনিট পর উদ্ধার করল পুলিশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের লিফটে আটকে পড়লেন হাসপাতালের নার্স, রোগীর আত্মীয় এবং এক চা বিক্রেতা। চরম উৎকণ্ঠায় কাটে দীর্ঘ ৮০ মিনিট। অবশেষে ক্যানিং থানার পুলিশের তৎপরতায় বাইরে আসতে পারেন তাঁরা।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পৃথক চাইল্ড এন্ড মাদার হাব (মাতৃমা) ভবন রয়েছে। সেখানে মূলত মা ও শিশুদের চিকিৎসা হয়। পাঁচতলা এই ভবনের রোগী ও চিকিৎসকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য লিফট রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে লিফটে উপরে উঠছিলেন একজন নার্স এবং রোগীর আত্মীয় লায়লা সেখ, বিলকিস খাতুন ও এক চা বিক্রেতা। মাঝপথে লিফট অচল হয়ে পড়ে। আটকে পড়েন ভিতরে থাকা চারজন। লিফটের মধ্যে আটকে থেকে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। কিছুতেই লিফটের দরজা না খোলায় বাসন্তী সোনাখালির বাসিন্দা বিলকিস খাতুন তাঁর এক নিকটাত্মীয়কে ফোন করেন। তিনি তাঁর এক পরিচিত সাংবাদিককে ঘটনার কথা জানান। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছয়।

লিফটে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে তৎপর হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। ডেকে আনা হয় টেকনিশিয়ানদের। পুলিশ ও টেকনিশিয়ানদের তৎপরতায় বাইরে আসতে পারেন লিফটে আটকে থাকা চারজন। ততক্ষণে একঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্য জানিয়েছেন, লিফটে একজন নার্স সহ মোট চারজন আটকে গিয়েছিলেন। উদ্ধার করা হয় তাঁদের। আপাতত লিফট বন্ধ থাকবে। তিনি বলেন, ''লিফট রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আমরা উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করছি খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।''

লিফট বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন মা ও শিশুরা। অনেক মাকেই সদ্যোজাত সন্তানকে আগলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হচ্ছে।

গীতাপাঠের আসরে যাতায়তের জন্য এলাহি ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ২৪ ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তীতে গীতাপাঠের আসর বসছে ব্রিগেডে। গীতাপাঠের আসর ঘিরে ইতিমধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা ও যাওয়ার জন্য ২৫০টি বাস ও লরির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়াও ১৩টি বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্যও রেল দফতরের কাছে উদ্যোক্তারা আবেদন জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, সংস্কৃতি সংসদ ও মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রমের মতো একাধিক সংগঠন যৌথভাবে এই আয়োজন করেছে। তৈরি হচ্ছে মোট তিনটি মঞ্চ। মূল মঞ্চটি হবে ৯৬ ফুট চওড়া এবং ৪০ ফুট লম্বা। মূল মঞ্চের পিছনে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর অফিস। মূল মঞ্চের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে থাকবে আরও দুটি মঞ্চ। সবমিলিয়ে পুরো মঞ্চ হবে ১৪৮ ফুটের।

উদ্যোক্তাদের দাবি, এক লক্ষেরও বেশি মানুষ ওই দিন সমবেতভাবে অংশ নেবেন গীতাপাঠে। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ অনেকে। থাকবেন বহু সাধু-সন্তও। হাজির থাকার কথা স্কুল পড়ুয়াদেরও।

সূত্রের খবর, গীতাপাঠের আয়োজনের জন্য প্রাথমিকভাবে খরচ ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্টদের জন্য আঁটসাঁট নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে যাঁরা আগের দিন পৌঁছবেন তাঁদের বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও ব্রিগেডে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ মুহূর্তে কিছুটা কাটছাঁট হওয়ায় ২৩৭টি শ্লোকের পরিবর্তে ১৫৯টি শ্লোক পাঠ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। নরেন্দ্র মোদী নিজে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করবেন বলেও জানা গেছে।

মহুয়ার বাংলো খালি করার নোটিশে স্থগিতাদেশের আর্জি পিছিয়ে দিল হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সাংসদ পদ খোয়ানোর পর দিল্লির বাংলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু, আদালত এখনই এই মামলার শুনানিতে রাজি নয়। দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, এই মুহূর্তে মহুয়ার দায়ের করা মামলার শুনানি সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বহিষ্কার মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই মামলাটির শুনানি পিছিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট।

জানা গিয়েছে, আগামী ৪ জানুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট মহুয়া মৈত্রর আবেদনের শুনানি করবে। প্রসঙ্গত, লোকসভার হাউজিং কমিটি মহুয়া মৈত্রকে সরকারি বাংলো খালি করার নোটিশ জারি করেছে।

সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন মহুয়া মৈত্র। তাঁর আইনজীবীর আবেদন, আগমী ৩১ মে পর্যন্ত মহুয়াকে থাকতে দেওয়া হোক দিল্লির সরকারি বাংলোতে। এই মর্মে শুনানি হবে ৪ জানুয়ারি। মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড আরও ৪৯ জন সাংসদ, কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল আরও ৪৯ জন সাংসদকে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদ অর্জুন রাম মেঘওয়ালের প্রস্তাবের পর ৪৯ জন সাংসদকে বরখাস্ত করা হয় লোকসভা থেকে। এই ৪৯ জনের মধ্যে রয়েছেন এনসিপি-র সুপ্রিয়া সুলে, কংগ্রেসের মনীশ তিওয়ারি, শশী থারুর, মহম্মদ ফয়সল, কার্তি চিদম্বরম, তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির ডিম্পল যাদব এবং দানিশ আলি প্রমুখ। এই নিয়ে মোট বহিস্কৃত সাংসদের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪১। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য এই ১৪১ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।এই সাসপেন্ড করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি, যিনি নিজেও সাসপেন্ড হয়েছেন, বলেছেন, 'পার্লামেন্টকে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ করা হয়েছে। এটি সংসদে সবচেয়ে কঠোর আইন পাসের কাঠামো তৈরি করা।' শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল বলেছেন, 'আমার কাছে কোনও শব্দ নেই। এই নতুন সংসদ ভবন তৈরি করার আগে তারা কী ভেবেছিল? তারা এটিকে গণতন্ত্রের কবরস্থান বানাতে চায়...আপনারা বিরোধীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। নতুন সংসদের জন্য একটি নতুন নিয়ম নির্ধারণ করা হচ্ছে - ঘুমের ওষুধ খান এবং এখানে আসুন কারণ আপনাকে মুখ খুলতে এবং প্রশ্ন করার অনুমতি নেই।'কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, '...এটা স্পষ্ট যে তারা একটি বিরোধী-মুক্ত লোকসভা চায় এবং তারা রাজ্যসভাতেও একই রকম কিছু করবে । এই মুহূর্তে দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য শরণার্থী লেখা শুরু করতে হবে । আমি মনে করি এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।' সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব নিজের সাসপেনশন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এটা সরকারের ব্যর্থতা।'

রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত আডবাণী ও জোশী

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি এবং মুরলি মনোহর যোশীকে। এঁনারা রাম মন্দির আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি বিবৃতি ও ছবি শেয়ার করে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এই ছবিতে রয়েছেন সংঘের সহ সরকার্যবাহ ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল, অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ রামলাল এবং ভিএইচপি-র কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার। তিনি লালকৃষ্ণ আডবাণীকে আমন্ত্রণপত্র দেন।

ভিএইচপি জানিয়েছে, " রামমন্দির আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা শ্রদ্ধেয় লাল কৃষ্ণ আডবাণী জি, ও শ্রদ্ধেয় ডঃ মুরলি মনোহর যোশীকে অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাদের আসার বিষয়ে উভয় বর্ষীয়ান নেতা জানিয়েছেন যে তাঁরা আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।"

আলিপুরদুয়ারে লোকালয়ে ভালুক, ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে ধরল বন দফতর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): শীত পড়তেই লোকালয়ে হানা দিল ভালুক। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধলকর গ্রামে চেকো নদীর ধারে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় ভালুকটি। মঙ্গলবার সকালে ভালুকটিকে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে ভালুকটিকে ধরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা।

আলিপুরদুয়ার শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধলকর গ্রামে হানা দিল ভালুক। ভালুকের আনাগোনা দেখতে সকাল থেকে আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমাতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। শুরুতে জাল পেতে ভালুকটিকে ধরার চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। কিন্তু সেই চেষ্টা দীর্ঘক্ষণ সফল না হওয়ায় অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে ভালুকটিকে ধরা হয়। বনকর্মীরা এরপর সেটিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত দে, কিরণ মাহাতোরা জানান, গ্রামে প্রায় প্রতিদিনই হাতি আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু গত প্রায় ১৫ বছর পর এবছর গ্রামের জঙ্গলে ভালুকের দেখা মিলল।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, একটি পূর্ণবয়স্ক ভালুক এদিন দক্ষিণ ধলকর গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। তবে সেটি কারও কোনও ক্ষতি করেনি। আপাতত সেটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে বাগে আনা হয়েছে। পরে নিরাপদ জায়গায় সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আইপিএলে রেকর্ড পারিশ্রমিকে প্যাট কামিন্স হায়দরাবাদে

দুবাই, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আইপিএল ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স রেকর্ড পারিশ্রমিকে বিক্রি হলেন। বিশ্বকাপজয়ী অজি এই ক্রিকেটারকে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে দলে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

গহপুরে তিন ঘাতকের হাতে নৃশংস খুন বাবা-ছেলে

গহপুর (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত গহপুরে তিন ঘাতকের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন বাবা ও ছেলে। নিহতদের যথাক্রমে বাবা হিতেশ্বর শইকিয়া এবং ছেলে সীমান্ত শইকিয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া ঘাতক তিনজন যথাক্রমে একই এলাকার অকন বরদলৈ, মদন বরদলৈ এবং তাদের বাবা কৃষ্ণ বরদলৈ। তিন ঘাতককে গহপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ঘটনা সোমবার রাতে গহপুরের হাওয়াজান দেউরিচুক গ্রামে অবস্থিত নামঘর চত্বরে রাসের অনুষ্ঠানে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার পেছনে পরকীয়াজনিত ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। স্থানীয়রা জানান, প্রেমিক মদন বরদলৈ এবং অকন বরদলৈকে শাঁসিয়েছিলেন হিতেশ্বর শইকিয়া। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় মদনরা।

এরই জেরে গতকাল রাতে দেউরিচুক গ্রামের নামঘরে রাসের অনুষ্ঠানে হিতেশ্বর শইকিয়াকে পেয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় মদন, অকন এবং তাদের বাবা কৃষ্ণ বরদলৈ। তাদের বাধা দিতে যান হিতেশ্বর শইকিয়ার ছেলে সীমান্ত। তখন তাঁর ওপরও হামলা চালায় তিন ঘাতক। তারা হিতেশ্বর এবং সীমান্তের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

ঘটনা সংঘটিত করে তিন ঘাতক পালানোর চেষ্টা করলে তাদের পথ আগলে পুলিশকে খবর দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। গহপুর পুলিশ তিন ঘাতককে ধরে থানায় নিয়ে যায়। থানায় তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পাহাড়ের সংগঠন ঢেলে সাজাতে চান বিনয় তামাং

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েই পাহাড়ের সংগঠন ঢেলে সাজাতে চান বিনয় তামাং। এত বড় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রদেশ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার এক মাসের মধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিনয় তামাংকে। সোমবার দলের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দলের তরফে পাহাড়ের দায়িত্ব বিনয় তামাংয়ের ওপর দেওয়া হয়েছে।

গত মাসের ২৬ নভেম্বর কালিম্পংয়ের একটি অনুষ্ঠানে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বিনয়। সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বিনয়কে নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

দায়িত্ব পেয়ে বিনয় তামাং বলেন, 'দলের হয়ে কাজ করব। পাহাড়ের সংগঠন ঢেলে সাজাব। এত বড় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রদেশ সভাপতিকে ধন্যবাদ।'

ধনখড়কে নিয়ে উপহাস কল্যাণের, হাস্যকর ও অগ্রহণীয় বললেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে উপহাস তথা নকল করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর খোশমেজাজে তা দেখলেন সাংসদরা। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের বাইরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের ''নকল'' করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসতে হাসতে সেই দৃশ্য চাক্ষুস করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, আরজেডি-র মনোজ কুমার ঝা-সহ বহু সাংসদ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য দলের সাংসদরাও।

কল্যাণের ''অভিনয়'' দেখে হাসতে হাসতে হাততালিও দিতে দেখা যায় মনোজকে। আবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী মোবাইলে গোটা দৃশ্য বন্দি করেন। উপস্থিত অন্যান্য সাংসদরা করতালি দিয়ে কল্যাণকে অভিবাদন জানান। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়। অনেকের মতে, উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে নিয়ে উপহাস করেছেন তৃণমূলের কল্যাণ।

কল্যাণের উপহাস করাকে ভালো ভাবে নেননি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, 'হাস্যকর ও অগ্রহণীয়।' আবার কংগ্রেস নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম বলেছেন, 'তৃণমল সাংসদের আচরণ, দেশের উপ-রাষ্ট্রপতিকে উপহাস করা এবং তাঁকে অপমান করা গোটা দেশকে লজ্জায় ফেলেছে। সংসদ নাটকের জায়গা নয়।

আপনার বিরোধিতা করার পদ্ধতি আছে, কিন্তু উপহাস ও অপমান করা নয়। ভাইস প্রেসিডেন্টকে উপহাস করা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য কাম্য নয়।'

তিনি আরও বলেন, '...সংসদ হল ভারতের গণতন্ত্রের মন্দির। এটি আলোচনার জায়গা... সংসদকে ''সড়কছাপ'' করা উচিত নয়, সেখানে কোনও গুন্ডামি করা উচিত নয়। সেখানে গুন্ডামি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে ক্ষতি হয় দেশের।'

প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, ২১ ডিসেম্বর বিহার সফরে আসছেন সরসঙ্ঘচালক

পাটনা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ২১ ডিসেম্বর বিহার সফরে আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)—এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি ২২ ডিসেম্বর ভাগলপুর জেলার মহর্ষি মেনহি আশ্রম কুপ্পাঘাটে যাবেন। এখানে সকাল সাড়ে ৯টায় মহর্ষি মেনহি আশ্রমে বসবাসরত আচার্য সাধু ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং সেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা করবেন। মহর্ষি মেনহির উপর তৈরি ডকুমেন্টারি ফিল্ম ''মহর্ষি মেনহি - এক ব্যক্তিত্ব এক চিন্তা''-এর লুকও প্রকাশ করবেন তিনি।

সরসঙ্ঘচালকের আগমনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ভাগলপুর জেলা পুলিশ বিভাগও ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। সর্বভারতীয় সন্তমত সৎসঙ্গ মহাসভা মহর্ষি মেহি আশ্রম, কুপ্পাঘাটের সাধারণ সম্পাদক দিব্য প্রকাশের মতে, সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সকাল সাড়ে ৯টায় কুপ্পাঘাট কমপ্লেক্সে পৌঁছে মহর্ষি মেনহি পরমহংস ও সন্ত সেবা মহারাজের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন। এরপর তিনি সন্তমত বক্তৃতায় জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এরপর মহর্ষি মেহনির ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের লুক আউট প্রকাশ করব। এ ছাড়া তিনি কুপ্পাঘাটের আচার্য ও সাধুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলবেন।

উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে দেশের তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তরুণ প্রজন্মকে ''মাই যুবা ভারত'' প্ল্যাটফর্মে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার একটি ভিডিও বার্তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে দেশের তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরে ঐতিহাসিক লক্ষ্য অর্জন করে বিশ্ব মঞ্চে নিজস্ব ছাপ রেখেছে এবং নতুন পরিচয় তৈরি করেছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের এতে যোগ দেওয়া উচিত।

রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় বোলেরো ও ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ২

আলওয়ার, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় বোলেরো এবং সিমেন্ট ভর্তি একটি ট্রেলারের সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় জিন্দাউলি উপত্যকার কাছে বোলেরো এবং সিমেন্ট ভর্তি একটি ট্রেলারের সংঘর্ষ হয়।

ট্রেলারটি একটি খাদে উল্টে গেলে বোলেরোতে থাকা সমস্ত যাত্রী চাপা পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয় এবং দুজন গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, টানা দুঘণ্টার পরিশ্রমের পর ক্রেন ও জেসিবির সাহায্যে মৃতদেহ ও আহতদের সরানো সম্ভব হয়েছে।

সবাইকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আলওয়ার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চারজনের মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসা চলছে।

মৃতদের নাম, সুরেন্দ্র অরোরা, চালক বাবুলাল গুর্জর, রবীন্দ্র ও নটওয়ার। আহতরা হলেন,জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ গুর্জার এবং মাগন।

৩২১ কেজি গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সাফল্য পুলিশের। বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে এক ট্রাকও। সোমবার রাতে অভিযানে নেমে ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকা থেকে ট্রাকটি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে ৩২১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেফতার হয় তিনজন। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে অসম থেকে ট্রাকে করে গাঁজা বিহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথের মাঝে ট্রাকটি ফুলবাড়ি এলাকার কোনও একটি ধাবাতে দাঁড়াবে। সেইমতো সোমবার সন্ধ্যে থেকেই এলাকায় ওঁত পেতে থাকে সাদা পোশাকের পুলিশ। রাতে ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকার একটি ধাবাতে ট্রাকটি এসে দাঁড়ালে আটক করা হয়। গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার নেতাজি প্লে ফোরামের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের অয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হোলি স্পিরিট স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বিলোনীয়া আয্যকলোনী শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামের মঞ্চে হোলি স্পিরিট স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আজ। এই স্কুলের ২০১০ সালে পথচলা শুরু , বর্তমানে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুল। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪১ জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকদের ও বরন করে নেওয়ার পর প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া বিধানসভার বিধায়ক দীপংকর সেন, জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ,উত্তর পূর্বাঞ্চলের হোলি স্পিরিট স্কুলের প্রধান সুনীতা কুজুর, সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক,হোলি স্পিরিট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীমতি অরুনা যোন্সী আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন অনুষ্ঠান পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও সুসতা কামনা করেন।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

● প্রথম পাতার পর

দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতিনিধি ও তাদের আইনজীবী অমৃত লাল সাহা। তারা জানান ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে এসএলপি দাখিল করা হয়েছে প্রণব দেবের পক্ষ থেকে। এই বিষয় নিয়ে চাকরিচ্যুত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে সহসাই হল সভা করা হবে। এব্যাপারে তারা রাজ্যের জনগণের কাছ থেকেও সার্বিক সহযোগিতা আহবান করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তাদের পুনরায় চাকুরীতে বহাল রাখার পক্ষেই রায় দেবেন বলে আশাবাদী চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

আটক স্বামী

● প্রথম পাতার পর

পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। গরুর মাঠের মতো গ্রামীণ এলাকাতে মৃতদেহ উদ্ধারের ব্যাপার নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমানষে ব্যাপক গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এদিকে এলাকা সূত্রে জানা গেছে প্রতিনিয়ত শিবু তার স্ত্রীকে মদে মাতাল হয়ে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করত, মৃতদেহ উদ্ধার করার পর দেখা গেছে মৃতদেহের গায়ে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে হয়তো তার স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন করেছে শিবু ই , যদিও অপেক্ষা ময়না তদন্তের। আপাতত পুলিশ শিবুকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

চাপে কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কংগ্রেসের ভূমিকা। অন্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে কতটা উদারতার সঙ্গে আলোচনা করছে, কংগ্রেস কতটা আত্মত্যাগ করতে রাজি, তার উপরই নির্ভর করছে জোটের ভবিষ্যৎ। এদিন বৈঠকের শুরুতেই কংগ্রেসকে চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে এদিন শুরুতেই সরব হন অখিলেশ যাদব। তাঁর বক্তব্য,"সামান্য কয়েকটা আসন চাইলেও কংগ্রেস সহযোগিতা করেনি। কংগ্রেস সহযোগিতা করলে পাঁচ রাজ্যের ফল অন্যরকম হত।" বস্তুত, এদিন বৈঠকের শুরুতেই পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে সরব হয়েছে অন্য দলগুলি।এদিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াবাল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্টালিন, সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, শিবসেনা (উদ্ধব) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে প্রমুখ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা আপ-এর

হাফলং (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)।আজ দলের জেলাস্তরের নেতা পাঁচ আসনের পাঁচ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গত, আগামী ৮ জানুয়ারি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মোট ২৮ আসনে ভোট হবে।রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ ডিসেম্বর। বেলা ১১টা থেকে ৩.০০টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। ২২ ডিসেম্বর মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। এদিনই (২২ ডিসেম্বর) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা কৰা হবে ১২ জানুয়ারি। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য আজ মঙ্গলবার প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথম প্রার্থী তালিকায় ১২টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, আগামী ৮ জানুয়ারি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মোট ২৮ আসনে ভোট হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ ডিসেম্বর। বেলা ১১টা থেকে ৩.০০টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। ২২ ডিসেম্বর মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। এদিনই (২২ ডিসেম্বর) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহাবের শেষ দিন। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা কৰা হবে ১২ জানুয়ারি।রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলোক কুমার জানান, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪১, ১২৪। মোট ভোটকেন্দ্র থাকবে ২৮০টি। এর মধ্যে, ১০০টি সংবেদনশীল এবং ২৭টি অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মাইক্রো পর্যবেক্ষক মোতায়েনের পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার সহ বিজেপি দলের জেলা এবং মন্ডলের বিভিন্ন কার্যকর্তারা।এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগর পুরো পরিষদের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকারকে ভালোভাবে পুরো পরিষদ পরিচালনার জন্য সম্মানিত করেন।তাছাড়াও পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তি উপলক্ষে তাদেরকেও সম্মানিত করা হয়।এদিন মানিক সাহা, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বপ্নের সৌদাগর বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একজন চা ওয়ালা শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখেই তৃপ্ত নয় স্বপ্নকে বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ তপস্যার মাধ্যমে।তাঁর কটাক্ষ,কংগ্রেসের মূলমন্ত্র হচ্ছে দুর্নীতি। রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে কংগ্রেসের উপর আর বিশ্বাস করা যায় না। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা সিপিআইএমের বি টিম। রাজ্যে এমন একটা অবস্থা ছিল যখন নির্বাচন আসলেই অগ্নিসংযোগ, রক্তমাখা হাত এসবে ত্রিপুরাবাসী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস নেতাদের এবং তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। মোদী চাইছেন প্রতিটি মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে। ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত প্রতিটি রাজ্যে একটা স্বচ্ছতা রাজনীতি রয়েছে।এদিন তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে ক্ষমতায় টিকে থাকে আর বিজেপি সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকে। আগে দেশ তারপর হচ্ছে পার্টি।ধর্মনগরের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দুর্বলতা এবং করণীয় কাজগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট মে ডিএম অফিসের কাজ চলছে, চা বাগানের প্রান্তিক শ্রমিকদের মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রকল্পের আওতাধীন ৭৬১ একর পাট্টা বিলি হয়ে যাচ্ছে, ধর্মনগরে ক্যান্সার হসপিটালের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যাবে, রাজ্যে ইতিমধ্যে তিনটি ট্রমা সেন্টার চলছে অতিসত্বর উত্তর জেলার ট্রমা সেন্টারটি ধর্মনগরে উদ্বোধন হয়ে যাবে, পিসিআরপি ২ এর মাধ্যমে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের কাজ উদ্বোধনের অপেক্ষায়, তাছাড়া ধর্মনগরে একটি উন্নত মর্গ হচ্ছে, কার্ডিয়াক হাসপাতালের কাজ শুরু হয়ে যাবে, সিএম ও অফিসের কাজ কোন মাত্রায় চলছে, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেটানিয়াল চাইল্ড কেয়ার হচ্ছে।ধর্মনগর পুরো পরিষদের অধীন ৯২ু আবাস যোজনার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। ধর্মনগর শহর খুব জনবহুল হয়ে যাওয়ায় স্যাটেলাইট টাউন করার পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আমার সরকার নামে যে ওয়েবসাইট চালু হয়েছে তার সুবিধা নিতে মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।মোদি জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। উনার কাছে জাত হচ্ছে গরিব কৃষক যুবক এবং মহিলারা এই চারটি জাতকে তিনি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে চান।

করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৬টি জাতীয় সড়ক রয়েছে। আরও ৪টি জাতীয় সড়কের জন্য নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। এছাড়াও ৪টি রোপওয়ের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানে রাজ্য সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি ও আইজিএম হাসপাতালে রেফারেল রোগীর চাপ কমানোর লক্ষ্যে জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। দ্রত চিকিৎসা পরিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলোতে ইতিমধ্যেই ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে রাজ্যে বর্তমানে ২টি মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ সহ অনেক সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আগামী দিনে পিপিপি মডেলে রাজ্যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন সন্তোষজনক। তাই বহির্রাজ্যের বিনিয়োগকারীরাও বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে নীতি আয়োগের লজিস্টিক সহযোগিতাও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডঃ সন্দীপ আর রাঠোর, মুখ্যমীর সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানসচিব ও সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে কৃষি, স্বাস্থ্য, আইটি, যোগাযোগ, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে সে বিষয়ে নীতি আয়োগের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের প্যারামিটার দেখে প্রতিনিধিদলটি বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি যে সমস্ত ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিষয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের বিষয়েও নীতি আয়োগ প্রতিনিধিদলটি রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে পিপিপি মডেলে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপরও বৈঠকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মুখ্যমী সাংবাদিকদের জানান।

নীতি আয়োগ

● আটের পাতার পর

প্রতিনিধিদলকে রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, স্বাক্ষরতা, অর্থনীতি, মাথা পিছু গড় আয়, প্রবৃদ্ধির হার, স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রগতি ও নীতি আয়োগের পরিকল্পনার সাথে সম্পক্ত রাজ্যের বিষয়গুলি নিয়ে অবহিত করেন।

নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের সাথে ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের প্রসার, শিল্প উন্নয়ন, বাঁশ, রাবার, আগর ও আনারসের প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য ও প্রযুক্তিগত সুবিধা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়াও বৈঠকে পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে ফিনিশড রাবার রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বন্দর ভিত্তিক যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য নীতি আয়োগের সহযোগিতা চেয়েছেন। বৈঠকে রাজ্যের চা শিল্পের উন্নয়নে একটি অকশন সেন্টার খোলার বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের রাবারের গুণমান বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় মোক হাউস গড়ে তোলার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

যাত্রী হয়ে উঠে ট্রেনে নাশকতা ঘটানো হচ্ছে: নূরুল ইসলাম সুজন

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিরাপদ রেলযাত্রাকে অস্থিতিশীল করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন। তিনি বলেছেন, গত ২৮ অক্টোবরের পর বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো যে রাজনৈতিক কর্মসূচি দিচ্ছে, এই সময়ে রেলে সহিংসতা বাড়ছে। রেলকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফেলে হুমকি তৈরি করা হচ্ছে। এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেন।

আজ মঙ্গলবার রেলভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, যাত্রী হয়ে ট্রেনে উঠে এরপর নিরাপদ রেলে ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। বাসের বদলে ট্রেনকে এখন প্রধান হাতিয়ার করা হচ্ছে। পরিকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটাতে ফিশপ্লেট খুলে নেওয়া হচ্ছে।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের বগিতে আগুন দেওয়া সম্পর্কে নূরুল ইসলাম বলেন, বিমানবন্দর স্টেশন ছেড়ে তেজগাঁও এলে ট্রেনটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনটি কোচ পুড়ে যায়। এখন পর্যন্ত চারজন মারা গেছেন।

রেলে সাম্প্রতিক নাশকতার বিষয়ে জানাতে আগেই এ সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও নাশকতা নিরাপদ রেল চলাচলের জন্য হুমকি। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে যোগাযোগব্যবস্থায় যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল, সেখানে একমাত্র রেল চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এখন রেল যোগাযোগব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে।

রেলমন্ত্রী আরও বলেন, রেলের নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা এসব কর্মকাণ্ড করে যেন রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

নুরুল ইসলাম বলেন, রেলপথে নাশকতা সরাসরি আক্রমণের প্রথম ঘটনা ঘটে গত ১৬ নভেম্বর। ২২ নভেম্বর সিলেটে উপবন এক্সপ্রেসে আগুন দেওয়া হয়। ১৩ ডিসেম্বর গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে ২০ ফুট রেললাইন কেটে ফেলা হয়। এ ঘটনায় একজন যাত্রী মারা যায়। ৫০ জন আহত হন। ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেন ধীরে চলছিল। নাশকতার কারণে রেল চলাচল বন্ধ হবে না জানিয়ে রেলমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতেই পারে। কিন্তু সহিংসতা করতে পারে না। সহিংসতা করে রেল চলাচল বন্ধ করা যাবে না। নাশকতার বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশে ভোট নিয়ে সংঘর্ষ বেনাপোল বন্দরে, স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ আহত ১০

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ। বেনাপোল বন্দরে, স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ আহত ১০। মঙ্গলবারের এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল করেন বন্দরের শ্রমিক ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

ভোট চাইতে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম লিটন বেনাপোল স্থলবন্দরের নৌকার প্রার্তী শেখ আফিল উদ্দিনের সমর্থক শ্রমিকদের হাতে হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে এর জেরে লিটনের পক্ষের ও বিপক্ষের আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও হামলার ঘটনায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বন্দর এলাকা। এসময় স্বতন্ত্র প্রার্থী লিটনসহ ১০ জন আহত হন। মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল করেন বন্দরের শ্রমিক ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

এদিকে, যশোর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম লিটন জানান, সকালে তিনি নেতাকর্মীদের নিয়ে বন্দরের শ্রমিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে যান। এসময় হঠাৎ বেনাপোল স্থলবন্দরের শ্রমিক নেতা রশীদ ও রাজু সর্দার তাদের ওপর চড়াও হয়ে গালিগালাজ করতে থাকেন। এসময় প্রতিবাদ করলে তাদের মারধর করা হয়। এতে তিনিসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। তবে নৌকার প্রার্থী শেখ আফিল উদ্দিনের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নয়ন কুমার রাজবংশী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন শ্রমিককে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। এছাড়া সবাইকে সুষ্ঠুভাবে প্রচারণা চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাঁকুড়া : গোশালায় সরকারি সাহায্য না মেলায় ক্ষোভ

বাঁকুড়া, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : গো জাতির সেবা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য নির্মিত বাঁকুড়া এক্তেশ্বর গোশালা একশ কুড়ি বছর অতিক্রম করলেও মেলেনি কোনও সরকারী সাহায্য। এমনকি মেলেনি কোনও সরকারী সহযোগিতা।স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পরিচালক সমিতি সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে। বাঁকুড়া শহর লাগোয়া কেশিয়াকোলে নির্মিত হয় এক্তেশ্বর গোশালা।মূলতঃ দানকরা গরু, গো পালনে অক্ষম গৃহস্থ বাড়ির গরু, বেওয়ারিশ গরুদের ঠাঁই হয় এই গোশালায়।এক কথায় গরুদের বৃদ্ধাশ্রম বলা যায় এই গোশালাকে।সাধারণ মানুষের অনুদান থেকেই চলে এই গোশালা। প্রাচীন ভারতে গো সম্পদকে বিশেষ সম্পদ হিসাবে মান্যতা দেওয়া হত। বর্তমান সমাজ ব্যবসাতেও নিরীহ এই পশু জাতির গুরুত্ব অপরিসীম।বাস্তুতন্ত্রে ও কৃষিকাজে ও গো জাতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অথচ এই গুরু দায়িত্ব পালন করে আসলেও সরকারি তরফে কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার এর কোন ও সহায্য সহযোগিতা মেলে নি।

এই গোশালার কাজ বজায় রাখতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সিংহ ভাগ বহন করেন মূলতঃ মারোয়াড়ি, গুজরাটি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ।এছাড়াও সানীয় কিছু বাঙালি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন।বর্তমানে গোশালায় ২৮৯ টি গরু রয়েছে। যার দৈনিক ব্যায় প্রায় আঠারো হাজার টাকা। দুধ ও গোবর বিক্রি করে দৈনিক ব্যায় কিছুটা মেটানোর পর দৈনিক প্রায় দশ হাজার টাকা ঘাটতি হয়। সে ঘাটতি পূরন হয় অনুদানের টাকায়।

গরু পরিচর্যার সহ নানা কাজে কিছু কর্মী রয়েছেন।এছাড়াও রয়েছেন পশু চিকিৎসক। পরিচালন সমিতির সম্পাদক কিশোর মুরারকা বলেন বিপুল বোঝা নিয়ে গোশালা পরিচালনা করতে হয়। বেশ কিছু মানুষ ,ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা নিয়মিত সহযোগিতা করেন।কেউ নগদ টাকা দিয়ে, কেউ গোখাদ্য সাহায্য করেন। কিন্তু কোনও সরকারী সাহায্য পায় নি। কি রাজ্য কি কেন্দ্র কোনও সরকারের এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই।এমনকি সানীয় ব্লক অফিসে গিয়ে গরু গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের আবেদন করি। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় নি।পরিচালন সমিতির এক সদস্য ক্ষোভের সঙ্গে জানান কোনও প্রকার সরকারি সাহায্য ছাড়াই যখন এই সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান একশ কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল আশা করছি এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলবে।

নতুন করে উত্তেজনা অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর বারুইপুরে

বারুইপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : বারুইপুরে তৃণমুল কর্মী খুনের ঘটনায় মুল দুই অভিযুক্ত আজিজুল শেখ ও সাদ্দাম শেখ এখনও অধরা। মুল অভিযুক্তরা এখনও গ্রেফতার না হওয়ায় ফুঁসছে গোটা এলাকা। জনরোষের কারণে অভিযুক্তদের বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভাঙচুর। দুটি ভ্যান ভেঙে জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুরের বলবন এলাকায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। বারুইপুরের মদারাট পঞ্চায়েতের বলবন এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম সাইদুল আলি শেখ। পেশায় গাড়ি চালক সাইদুলকে শনিবার রাতে এলাকার একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় বারুইপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাইদুলের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল এলাকার লোকজনের। তার জেরে খুন করা হতে পারে বলে করছেন কেউ কেউ। পরিবারের সদস্যের দাবি, সাইদুলকে হিংসা করত এলাকার লোকজন। তার জেরে তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা জাতীয় কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদীয় নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজ মঙ্গলবার সর্বমোট ২৮ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। আগামী ৮ জানুয়ারি উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন। আগামী ২১ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের জন্য কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে হাফলং রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা অসম প্রদেশ কগ্রসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি আসনের প্রার্থী তালিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন।

কংগ্রেসের প্রার্থিত্বের তালিকায় রয়েছেন যথাক্রমে হাফলং আসনে মায়ানন কেম্প্রাই, জাটিঙ্গায় রাইভিয়া সিয়াংসাই, মাহুরে পিলপিলিকা লাংথাসা, জিনামে লালসাংকাম হারাংতে, হাংরুমে ইমহুয়িং দিয়ামে, লাইসং-এ হাইজেরাং নূয়ামে, দাওটুহাজায় সমরজিৎ হাফলংবার, পূর্ব মাইবাং-এ তাপস থাওসেন, পশ্চিম মাইবাং-এ ধীরাজ লাংথাসা, কালাচান্দে অরিপম বড়ো, ওয়াজাওয়ে কল্পনা হোজাই বাটারি, হাজাডিসায় রূপীনাথ সেংইয়ং, লাংটিং-এ রাজমোহন আরদাও, হাতিখালিতে দীবেশ লাংথাসা, দিয়ুংমুখে জয়কান্ত কেম্প্রাই, গরমপানিতে রাহুল তেরন, খারতং-এ লালজোসুয়া বেইতে, দিহাঙ্গীতে কমে কেম্প্রাই, গুঞ্জুং-এ জয়থানন লংমাইলাই, হাডিংমায় দিপালী হাপিলা, দিহামলাইয়ে ইবুইং কুয়ামে, হারাঙ্গাজাওয়ে পপিল হোজাই, হামরিতে ডংতার থাওসেন, লোয়ার খারতং-এ লালতালনসাং খুবুং, দলং-এ সনম লামা এবং দিগের-এ লিয়েনগাজাও সিংসন, শেমখরে পীতূষ লাংথাসা। সাংবাদিক সম্মেলনে অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, আগামীকাল বুধবার পরিষদের ২৮টি আসনের কংগ্রেস প্রার্থীরা একযোগে মনোয়নপত্র দাখিল করবেন।

ঝাড়গ্রামে নাবালিকাকে ধর্ষণে দোষীর একুশ বছর কারাদণ্ড

ঝাড়গ্রাম, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অপরাধে আদালত এক ব্যক্তিকে একুশ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। এই মামলায় পুলিশ এক মাস সাত দিনের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে। সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মদনমোহন দাস।বাড়ি সাঁকরাইল থানার মহুলবনি গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহুলবনি গ্রামের মদনমোহন দাস পেশায় প্রাইভেট টিউটর। ওই গ্রামের এক নাবালিকা তার নিকট আত্মীয়।সেই মেয়েটি তার বাড়িতে পড়তে যেত।সেই সুযোগ নিয়ে মদনমোহন মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে এবং তাকে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। তারপরই মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে সাঁকরাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পকসো ধরায় মামলা রুজু হয়। চার জানুয়ারি ২০২৩ অভিযুক্ত মদনমোহনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৩১ জানুয়ারি পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে আদালতে। এই মামলায় মোট কুড়ি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এদিন মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় (২) সাজা ঘোষণা করেন। ২১ বছরের কারাদন্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। হুমকি দেওয়ার মামলায় এক হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে পাঁচদিন জেল হাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া ধর্ষণের শিকার নাবালিকাকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরনের নির্দেশ দেয় আদালত। স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার তপন চৌধুরী বলেন ' পকসো এই মামলায় পুলিশ এক মাস সাত দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করেছে। আদালত ২১ বছর সাজা ঘোষণা করেছে। '

খেলাধুলা

প্রীতি ক্রিকেটে জয় অব্যাহত জেআরসি-র আভিজাত্য অভিষেক ভবনসকলেজের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। দারুন অভিপ্রায়। প্রীতি ক্রিকেটে নিজেদের অভিষেক ঘটানোর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর একটা ইঙ্গিতও রয়েছে। সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেটে সামিল হওয়ার মধ্য দিয়ে একদিনের বিনোদনপূর্ণ দুপুর কাটানোর পাশাপাশি কলেজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, মাধ্যম দুনিয়ার লোকদের সঙ্গে শেয়ার করাটাও অত্যন্ত যৌক্তিকতা পূর্ণ। সাম্প্রতিক উন্নয়ণশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক। ভবনসত্রিপুরা কলেজ অফ টিচার এডুকেশন-এর অধ্যক্ষ ড় রজত দে এভাবে বিষয়টা শেয়ার না করলে প্রচার মাধ্যমের সামাজিক কর্তব্যবোধেও বিষয়টির অপূর্ণতা থেকে যেত। নিঃসন্দেহে অভিষেক ম্যাচেই দারুন লড়েছেন ভবনসকলেজের. অধ্যাপক-ছাত্ররা। অপরদিকে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে জেআরসি। নিয়মিত প্রীতি ক্রিকেটে লেগে থাকা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আজ, মঙ্গলবার ৬ উইকেটের ব্যবধানে ভবনসত্রিপুরা কলেজ অফ টিচার এডুকেশন-কে হারিয়ে জয়ের ধারা অটুট রেখেছে। সবুজায়ন পরিবেশের শংসাপত্রে ভূষিত ভারতীয় বিদ্যাভবন গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জেআরসি ফের জয় লাভ করেছে। জয় পরাজয় নিছক কাগজে-কলমে, পরিসংখ্যানের হিসেব-নিকেশে। প্রকৃতপক্ষে বিনোদনমূলক একদিনের শরীরচর্চা এবং প্রীতিমূলক বাতাবরণে গঠনমূলক, সৃজনশীল মতবিনিময় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। টস-এ জিতে বিটিসিটিই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিখুঁত ১০০ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। জবাবে জেআরসি চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ জাকির হোসেন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং সেরা বোলারের পুরস্কার পান। এছাড়া, সেরা ফিল্ডার হিসেবে পিনাক ভট্টাচার্য ও সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে অরূপ রায় বর্মন পুরস্কৃত হয়েছেন। ভবনসকলেজের পক্ষে ব্যাটে-বলে পিনাক, অধিনায়ক ড় সন্দীপ সাহা, ড় মৃদুল চক্রবর্তী, সুবীর দে, জয়দীপ দেবনাথ ও তুষার গুপ্ত পুরো দলকে নিয়ে লড়াকু মেজাজে খেললেও জেআরসি-র জাকির, অরূপের পাশাপাশি অধিনায়ক অভিষেক দে, অনির্বাণ দেব, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মিল্টন ধর, বিষ্ণুপদ বণিক, মনোজিৎ দাস, রবীন্দ্র শর্মা, দিব্যেন্দু দে, অভিষেক দেববর্মা-দের সম্মিলিত পারফরম্যান্সের কাছে টিম ভবনস কলেজকে হার মানতে হয়েছে। ম্যাচের শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ভবনসকলেজের অধ্যক্ষ ড় রজত দে, ভারতীয় বিদ্যাভবন-এর চেয়ারপার্সন দেবাশীষ চক্রবর্তী, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। খেলা শুরুর আগে মনোজ্ঞ মতবিনিময় ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তথা জেআরসি-র অন্যতম উপদেষ্টা সরযূ চক্রবর্তী, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুজিত চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ ড় রজত দে প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দে এ ধরনের প্রীতি ম্যাচ আয়োজনে ভবনসত্রিপুরা কলেজ পরিবার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ও সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু আয়োজনে আম্পায়ার বসন্ত কর্মকার, প্রিয়তোষ রায়, উপস্থাপনায় অপরাজিতা ব্যানার্জি, ব্যবস্থাপনায় মালা মোদক, সঞ্চিতা মজুমদার, রুনা গুহ এবং ধারাভাষ্যকার নীলাদ্রি সাহার ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য।

মোহনপুরে ছোটদের ক্রিকেটে সৌরদীপের ৫ উইকেটে জয়ী বেরিমুড়া কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর জয় পেলো বেরিমুড়া সি সি সি। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো সিমনাকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। কলাগাছিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচেসিমনা প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ৮৫ রান করে। দলের পক্ষে আয়ুশ পাল ২৪, ননীগোপাল রায় ১৭ এবং শিবা ওরাং ১৩ রান করে। বেরিমুড়ার পক্ষে সৌরদীপ দত্ত ৩০ রানে ৫ টি এবং গৌতম দাস ১৪ রানে ৪ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ২১.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বেরিমুড়া। দলের পক্ষে প্রশান্ত শীল ৬৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান।সিমনা-র পক্ষে শিবা ওরাং ২৭ রানে ৩ টি উইকেট পায়।

ছোটদের ক্রিকেটে কর্নেলকে সহজে হারিয়ে জয়ে ফিরলো তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। তরুণ সংঘে আটকে গেল কর্নেল কোচিং সেন্টার। অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে নেপকো মাঠে মঙ্গলবার টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সুযোগ টাকে কাজে লাগাতে পারেনি কর্নেলের ব্যাটসম্যানরা। ব্যাটে কর্নেলের একজন ব্যাটসম্যান ও দু অংকের রান করতে পারেনি। সুবাদে ২৩ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগৃহিত স্কোর দাঁড়ায় ২৯ রানে। বল হাতে তরুণ সংঘের হয়ে শুভ্রজিত সাহা ৪ টি উইকেট নেয়। এছাড়া দীপ্তনু চক্রবর্তী দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় রাজদীপ দাস ও শুভম দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে তরুণ সংঘ দল মাত্র ৩.৫ ওভারে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। ব্যাটে বিজয়ী দলের হয়ে সায়নতন রায় ২৩ রানে অপরাজিত থাকে। বলে তরুণ সংঘের হয়ে একটি মাত্র উইকেট নেয় দীপ দেব।

অনূর্ধ-২৩ মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে হায়দ্রাবাদের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ত্রিপুরা- ১১৩/৪ **হায়দরাবাদ-১১৪/৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে ছিলো, তা জানাই ছিলো। দেখার ছিলো শক্তিশালী হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে ত্রিপুরা। কার্যত তেমন লড়াই দেখা গেলো না। ত্রিপুরা পরাজিত হলো প্রত্যাশিতভাবেই। ৪ উইকেটে। আসরে এটি চতুর্থ পরাজয় ত্রিপুরার, ৬ ম্যাচ খেলে। কলকাতার সল্ট লেইকের ২২ ইয়ার্ড মাঠে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া ১১৩ রানের জবাবে ১১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় হায়দরাবাদ। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান করে। অন্বেষা দাস শুরু থেকে দ্রুত রান তোলার দিকে নদর দিলেও অপর ওপেনার ধীর গতিতে ব্যাট করার ত্রিপুরা বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়। অন্বেষা ১৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং পূজা ৫২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। এরপর দলনায়িকা পূজা পাল কিছুটা ঝড়ো গতিতে ব্যাট করে ত্রিপুরাকে ১০০ রানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন। পূজা ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রান করেন। শেষ দিকে অন্তরা দাস ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। হায়দরাবাদের পক্ষে যশশ্রী ১৭ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে হায়দরাবাদ ১৮.১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মমতা ত্রিপুরা থেকে ম্যাচ ছিনেয়ে নেন। মমতা ৫০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে প্রণভি চন্দ্রা ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং কাট্টা ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অন্বেষা দাস ১৬ রান দিয়ে ৩ টি, মমিতা দেব ১১ রান দিয়ে, পূজা দাস ২৩ রান দিয়ে এবং সেবিকা দাস ২৪ রান দিয়ে ১ টি করে উইকেট দখল করেন। ২১ ডিসেম্বর আসের নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে।

প্রগতির গতির কাছে এগিয়ে চলোর জয়ের ধারা ব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। প্রগতির গতির কাছে আটকে গেল এগিয়ে চলো সংঘ। টিসিএ পরিচালিত সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে পঞ্চায়েত মাঠে মঙ্গলবার ঘটলো এই ঘটনা। টস জিতে প্রগতি শিবির প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সুবাদে ৪০ ওভার খেলে সাত উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪৮ রান। ব্যাট হাতে প্রগতির হয়ে শ্রেষ্ঠাংশু দেব ৬৯, ইয়াশ দেববর্মা ৩৭, রাহুল মিয়া ২১ উল্লেখযোগ্য রান করে। বলে এগিয়ে চলো ওর পক্ষে দ্বিগবিজয় মজুমদার তিনটি এবং একটি করে উইকেট নেয় ময়ুক চৌধুরী ও শঙ্খদীপ দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘের সামনে লক্ষ মাত্রা দাঁড়ায় ১৪৯ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ শিবির শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে। একের পর এক উইকেট হারিয়ে ২৮.১ ওভারে সব উইকেটের বিনিময়ে এগিয়ে চলোর সংগৃহীত স্কোর দাঁড়ায় ৫০ রানে। ব্যাটে শ্রেয়ান ভৌমিক ১১, ময়ুক চৌধুরী ৯ রানই করতে সক্ষম হয়। বলে প্রগতির হয়ে দুটি করে উইকেট নেয় দেবপ্রিয় দে, নবীন উদ্দিন ও ঋদ্ধিমান কররা। রাহুল মিয়া একটি উইকেট নেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের শিশু উৎসবে দাবা, যোগা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাট এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবারও বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নতুন বছরে আগামী ৭ থেকে ১৩ জানুয়ারী শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে। আগামী ৬-৭ জানুয়ারী হবে প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা। এছাড়া ৯ জানুয়ারী হবে যোগাসন প্রতিযোগিতা। এর বাইরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন, উদ্বোধনী দিনে ৭ জানুয়ারী সাইক্যাল রেলি হবে। সাংস্কৃতিক দিকে বিবেকানন্দের উপর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সহ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তবলা প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো, বসে আঁকো সহ সাংবাদিকদের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হবে। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী কমিটির কনভেনর প্রশান্ত ভৌমিক জানান, এই প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ইচ্ছুকরা আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৮:৩০ এর মধ্যে ক্লাব থেকে ফর্ম নিতে পারবেন এবং সেখানেই জমা করতে পারবেন। নির্দারিত সময়ে পর আর ফর্ম দেয়া হবে না। তিনি আরো জানান, শিশু ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে উন্মুক্ত মেগা স্বাস্থ্য শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড এবার রয়েছে।এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বর্ষব্যাপী হীরক জয়ন্তী পূর্তির সমাপ্তি হবে।

পূর্বোত্তর পাওয়ার লিফটিং আসরে ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসামের শিলচরে। আগামী পাঁচ থেকে সাত-ই জানুয়ারি আয়োজিত এই উত্তর-পূর্ব পাওয়ার লিফটিং আসরে ত্রিপুরা থেকে পুরুষ মহিলা উভয় বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন বলে স্থির হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য দলের নির্বাচিত লিফটারদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। মহিলা বিভাগে সিমরান আক্তার, তপতী ত্রিপুরা, নন্দিতা সূত্রধর, বিনীতা দে, লক্ষ্মী রানী সরকার, তনুশ্রী পাল, অন্নপূর্ণা সাহা, রুমি দেববর্মা। কোচ সীমা সাহা। পুরুষ বিভাগে রজত কুমার দাস, রুপেন কুমার লোধ, জয় পাল, স্বরূপ রায় বর্মন, রাজেশ শর্মা, শিব শংকর সেন, কল্লোল দাস রায়, প্রিয়তোষ দাস, পলাশ শীল, জয় দেববর্মা। কোচ দুলাল কর্মকার, ম্যানেজার অমরেশ দেববর্মা। রাজ্য দল যথাসময়ে রেলপথে শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে বলে সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে ত্রিপুরা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের দাবী সনদ দেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সাক্ষাৎকার সৌজন্যমূলক। তার পাশাপাশি কিছু দাবি-দাওয়া মঞ্জুরের আর্জিও জানানো হয়। ত্রিপুরার রেফারি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যত ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সহ বেশ কজন সদস্য রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সকাশে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে একাধিক দাবির কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শারীর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রেফারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরে উদ্যোগে তথা ত্রিপুরা সরকারের সাহায্যে নতুন রেফারি তুলে আনার স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ শিবির ব্যবস্থাপনা করা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অবস্থিত রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ঘরটি জীর্নদশায় রয়েছে। এ অবস্থায় অফিস গৃহে বসে কাজ করা ভীষণ কষ্টকর হচ্ছে। সংস্থার আবেদন রয়েছে এই অফিস ঘরটি মেরামত করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION AGARTALA
Advt. No. 15/2023

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 12 (twelve) vacancies of Assistant Professor (Group-A, Gazetted) in different super specialty disciplines of A.G.M.C. & G.B. Pant Hospital under the Tripura Medical Education (Administrative & Faculty) Service, Rules and 3rd amendment, 2022 (Super Specialty) under Health & Family Welfare Department. Govt. of Tripura.

For details Advertisement please visit Commission's Website https://tpsc.tripura.gov.in

(A.Pal)
Controller of Examinations,
Tripura Public Service Commission

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

Sl. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	TR-01-AL-1795	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	16.11.2023 at 3:29 pm	Sri Keshabjit Debnath, Fr, A/O FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be

ICA/D-1449/23

Tapojyoti K. Debt
Divisiona Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 37/EE/ENGG.CELL/DSE/2023-24 Dt, 15/12/2023. The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behulf of the "Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06/01/2024 for the following works:

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of 6(six) nos Temporary Class Rooms (Semi Permanent Structures) at Ramthakur College, Agartala during the year 2023-24. DN&T No: 32/SE/ENGG. CELL/DSE/2023-24.	Rs. 3664567.00	Rs. 73291.00	Up to 15.00 Hrs on 06/01/2024...	60 days	08/01/2024 at 10.00 AM

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https: 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow an the scheduled date and time, Submission of bids physically is not permitted.

ICA/C-3683/23

Executive Engineer,
Engineering Cell, Directorate of
Secondary Education,
Agartala, West Tripura

PNIT NO: 17/EE/RD/SNMD/2023-24, Dt. 15/12 /2023

The Executive Engineer, R D Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District invites in percentage rate e-tender (single stage two bid), in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 01/01/2024 for 1 (One) no. work worth Rs 22,39,435.00approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3677/23

Executive Engineer
RD Sonamura
(Dhanpur) Division
M: 9436592862

PNIT NO: ePT37/EE/RD/KCP/DIV/2023-24 Dt. 14.12.2023

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 30.12.2023 for 03 (THREE) No. projects under R.D. Kanchanpur Livision during the year 2023-24. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-3672/23

Exective Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

Ref. F.18(59)/DIT/S& WD/2022 Date: 18.12.2023
Inviting e-Tende

e-Tenders are hereby invited for the Request for Proposal (RFP) for selection of Agency for supply of manpower under Directorate of Information Technology. Details of tender document can be seen and downloaded from the website https://tripuratenders.gov.in or https://dit.tripura.gov.in and the bids need to be submitted online through http://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-3667/23

Director,
Directorate of Information Technology
Govt. of Tripura

Name of the work: Notice Inviting one SNIQ for "Certain Reagents & Glassware for LCMS equipment of MRU, AGMC",

One Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorised local supplier, dealer/ distributors. For detail tender information and document may be seen at notice board of AGMC and AGMC college website (www.agmce.nic.in).

ICA/C-3663/23

Principal
AGMC & GBP Hospital
Agartala

নীতি আয়োগের প্রতিনিধি দলের সাথে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বৈঠক

উন্নয়নের পথে দ্রততার সাথে এগুচ্ছে ত্রিপুরা ঃ ড. ভি কে সরস্বত

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নয়নের পথে দ্রততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্বেও ত্রিপুরা বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করছে। আজ সচিবালয়ে নীতি আয়োগের

প্রতিনিধি দলের সাথে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এক বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে সরস্বত একথা বলেন। নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে সরস্বতের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আজ রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। প্রতিনিধিদলটি সচিবালয়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা সহ রাজ্য প্রশাসনের প্রধান সচিব, সচিব ও আধিকারিকদের সাথে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে সরস্বত বলেন, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্যকে যেসব প্রতিকূলতার সম্মখীন হতে হচ্ছে তা দ্রত নিরসনে নীতি আয়োগ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। রাজ্যের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির বিকাশের পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে তিনি রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, নীতি আয়োগের এই প্রতিনিধিদলটি আজ তিনদিনের সফরে রাজ্যে এসেছেন। প্রতিনিধিদলটির রাজ্য সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংহত ও স্থিতিশীল উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যৌথ উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে সরস্বত ছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন নীতি আয়োগের সিনিয়র এডভাইজার রাজীব কুমার সেন, ডেপুটি সেক্রেটারি হেমন্ত কুমার মিনা, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট কৃষণ কান্ত শর্মা, অটল ইনোভেশন মিশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিমাংশু যোশি, স্টেট সাপোর্ট মিশনের স্পেশালিস্ট ড. অমৃত পাল কর, ইণ্ডাস্ট্রি ভার্টিক্যালের সিনিয়র স্পেশালিস্ট রূপেশ সিং।

বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশে নীতি আয়োগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও নীতি আয়োগ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করছে। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধপরিকর। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে গুড গভর্নেন্স দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে সচিবালয় থেকে শুরু করে জেলা কার্যালয়গুলির কাজকর্ম পেপারলেস করা হয়েছে। রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। সরকার রাজ্যে ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা সম্পসারণের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এতে কাজে স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈঠকে পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে নীতি আয়োগের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যানেল থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। ক্যানেল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।তেলিয়ামুড়া ডিএম কলোনি এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সানীয়রা তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি দেববর্মা জানিয়েছেন, আজ সকাল থানায় খবর আসে তেলিয়ামুড়া ডিএম কলোনি এলাকায় রাস্তার পাশের ক্যানেলে এক ব্যক্তি পড়ে রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত যুবক মাইগঙ্গা এলাকার বাসিন্দা চৈতন্য বিশ্বাস (৪০)। পেশায় তিনি কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে বিশালগড় পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৯ ডিসেম্বর।। প্রতিনিয়ত গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পাচ্ছে বিশালগড় থানার পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে থেকে টানা চার ঘন্টা অভিযান চালিয়ে গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে।

গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর সহ থানার অন্যান্য পুলিশ, মহিলা টিএসআর, বিএসএফ, জওয়ান এবং এনসিবি পার্টি যৌথভাবে চেলিখলা এডিসি ভিলেজ এলাকার আড়ালিয়া বাড়ি এলাকায় ৩১একর খাস জমিতে গড়ে ওঠা ৩১ টি নতুন গাঁজা বাগানে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৬৭,০০০ টি গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দেয়। সেই গাঁজা বাগিচা গুলো কাটার পর আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে।

অন্যান্য বছরের মতো এই বছরেও বিশালগড় থানা এলাকার যতগুলি গাঁজা বাগান রয়েছে সবগুলি বাগান কেটে ধ্বংস করতে সম্ভব হচ্ছে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি। যদিও মঙ্গলবার এই গাঁজা বিরোধী অভিযানের ব্যাপারে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে বলেন খাস জমিতে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান গুলো ধ্বংস করতে সম্ভব হচ্ছে। শুভবুদ্ধির সম্পন্ন ব্যক্তিদের ধারণা পুলিশ এই বছরও গাঁজা মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারবে।

ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম,১৯ ডিসেম্বর।। গত ১৭ ডিসেম্বর ধর্ষণকাণ্ডে জড়িত প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা সিপিআই(এম)লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য অন্যাকুমার ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ জেলা সাব্রুম মহকুমার রুপাইছড়ি ব্লক অন্তর্গত কেন্তামনি পাড়ার বাসিন্দা বিকলাঙ্গ মেয়েকে নিয়ে গরিবর্তের সাথে লড়াই করে বসবাস করছেন। এই অবস্থায় গত ১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় বিকলাঙ্গ মেয়েটি বাড়ির পাশে স্কুল মাঠে গেলে একই পাড়ার বাসিন্দা সিপিআইএম বনকুল লোক্যাল কমিটির অন্যতম সদস্য তথা প্রাক্তন বিসি চেয়ারম্যান অন্যাকুমার ত্রিপুরা বয়স প্রায় ৬১ বছর সে ওই বিকলাঙ্গ মেয়েটিকে বিভিন্ন কথা বলে পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে মেয়েটি জানিয়েছেন এবং এই ঘটনা কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেন ওই পাষণ্ড সিপিআইএম নেতা, এমতাবস্থায় বিকলাঙ্গ মেয়েটির মা বিকলাঙ্গ মেয়েটির শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে এলাকার কিছু লোককে চুপিসারে।

আজ দুপুরে ঘটনাটি জানায় এবং এলাকার এই সমস্ত লোকের সাহায্যার্থে গতকাল অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর বিকেল বেলায় বনকুল কমিউনিটি হেল সেন্টারে নিয়ে আসে।

হেল সেন্টার এর কর্তব্যরত চিকিৎসক ড: কাপলাইতি ত্রিপুরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঘটনার কিছু সত্যতা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এরপরেই ধর্ষণকাণ্ডের আসামী অন্য কুমার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে পরিবারের লোকজন সাব্রুম থানায়। এই মামলা হাতে পেয়ে সাবরুম থানার পুলিশ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি অপু দে অন্যকুমার ত্রিপুরা কে গ্রেফতার করে এবং তার বিরুদ্ধে সাবরুম থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়েছে যার কেস নাম্বার ৭১ আন্ডার সেকশন৩৪১,৩৭৬ আই পি সি ধারায় মামলা রুজি করা হয়েছে এবং আজ অভিযুক্তকে সাবরুম আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দুর্ঘটনা ঃ জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ ডিসেম্বর।। দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবিতে ডেপুটেশন দিলেন এলাকাবাসীরা। ধর্মনগর কৈলাসহর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাতীয় সড়কে দ্রুত বেগে যানবাহন চলাচলের ফলেই দুর্ঘটনার হার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জাতীয় সড়কে মধ্যে ঘনবসতি এলাকায় স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবি উঠেছে।

দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি নিয়ে চিরাকুটি এলাকার যুবক যুবতীরা একত্রিত হয়ে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে।

চিড়াকুটি এলাকার যুবক-যুবতীদের দাবি চিড়াকুটি এলাকায় ধর্মনগর ও কৈলাসহরের যে জাতীয় সড়কটি রয়েছে সেই জাতীয় সড়কের মধ্যে একটাও স্পিড ব্রেকার নেই। যার ফলে প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। এমনকি, অনেকেরই এই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটছে। তাই স্পিড ব্রেকার তৈরির দাবিতে আজ চিরকুটি এলাকার যুবক যুবতিরা একত্রিত হয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক তাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করেন। পাশাপাশি তিনি বিষয়টি দেখবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন।

তপশীলি জাতি মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া লক্ষ্য ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। সমাজের তপশীলি জাতি মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া একমাত্র লক্ষ্য। আজ দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলের এক বৈঠকে একথা বলে মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ,প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ,মৎস দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়ে এক পর্যালোচনার বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত এই বৈঠকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ,ডিম, দুধ, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের যে কাজ গুলি চলছে তা কোন পর্যায়ে রয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।তাঁর দাবি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় স্বনির্ভর করে তুলতে এবং সমাজের তপশীলি জাতি মানুষের কাছে সরকারী সুযোগ সুবিধা কতটুক পৌঁছালো তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, মাছ ,ডিম, দুধ, মাংসের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়েও পর্যালোচনার বৈঠকের আলোচনা করা হয়েছে।

পুকুর থেকে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার সকালে রানীরবাজার থানা এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তি একজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক বলে জানা গেছে।

রানীরবাজার দুর্গা নগরে বাইক সহ পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে আজ সকালে। মৃত ব্যক্তির নাম মহেশ শর্মা (৪৬)। জানা যায়, মহেশ শর্মা একজন কর্মচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। চাকরি যাওয়ার পর থেকে তিনি ডেকোরেটরের কাজ করছেন। এলাকাতে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত তিনি।

সোমবার রাত একটা নাগাদ ডেকোরেটরের কাজের স্থল বাড়ি যাবার পথে দুর্গানগরে রাস্তার পাশে থাকা একটি পুকুরে তিনি বাইকসহ পরে যান বলে স্থানীয়দের ধারনা। মঙ্গলবার সকালে পুকুরের জল থেকে বাইক সহ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যদিও রাতে তিনি কিভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়েছেন এবং বাইক নিয়ে জলের মধ্যে কিভাবে পড়েছেন বিষয়টি নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। মহেশ শর্মার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাতে শোকের ছায়া রয়েছে।

জানুয়ারিতে সরকার ৩৮ হাজার নতুন সামাজিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে : রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ ডিসেম্বর : আগামী জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য সরকার ৩৮ হাজার নতুন সামাজিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ ধর্মনগরের বি এম এস প্রাঙ্গণে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা পর্যন্ত ইলেকট্রিক রেল লাইনের কাজ চালু হয়ে যাবে এবং আগামী বছর এই রাজ্য থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলাচল করবে।তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের কিছু সংখ্যক দল একবার স্বাধীন ত্রিপুরা, একবার তিপ্রাল্যান্ড, একবার থানসা বলে জনজাতিদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। বিরোধী দলের বিভ্রান্তমূলক রাজনীতি থেকে মানুষকে সরে গিয়ে বিজেপির ছত্রছায়ায় সামিল হয়ে রাজ্যের তথা দেশের উন্নতি সাধনে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে পথ অবরোধ করে জনৈক অটো চালক। আজ সকালে উদয়পুর- অমরপুর রাস্তা অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

জনৈক টমটম চালক অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে থাকচড়া পঞ্চায়েতের মাকরাইবাড়ি সঙ্গে অমরপুর-উদয়পুর সংযোগকারী গ্রামীণ রাস্তাটি রাস্তা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা স্তব্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়। রাস্তার ভগ্ন দশার কারণে যানবাহন চলাচলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন চালকদের। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে জনৈক ঠিকেদার।তিনি অবরোধকারীর সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তিনি।

মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধে এলাকাবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। মাদকে আসক্ত হয়ে একাংশ মদ্যপ ব্যাক্তির কারনে এলাকার পরিবেশ কলুষিত করছে। মহিলারা রাস্তায় বের হতে পারছেন না। এলাকার সামাজিকতা নষ্ট হচ্ছে। দেশী মদের দোকানে খোলার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। এরই প্রতিবাদে উত্তর জেলার কদমতলা রানী বাড়ি সড়কের সরসপুর এলাকায় পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায় মঙ্গলবার।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, উত্তর জেলার কদমতলা রানী বাড়ি সড়কের সরসপুর এলাকা শান্তিপ্রিয় এবং ঘনবসতি। তাছাড়া পাশেই রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে দেশী মদের দোকান খোলার জন্য ঘর তৈরির কাজ চলছে। পাশাপাশি এলাকায় স্কুলের পাশেই আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশন করা হয়েছে। আবর্জনার দুর্গন্ধে সবার দমবন্ধকর অবস্থা হচ্ছে। আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে এলাকবাসীর পক্ষ থেকে দোকানের কর্তৃপক্ষকে বন্ধ করার জন্য আবেদন জানানো হলে কর্ণপাত করেননি তাঁরা। অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

কল্যাণপুরে বিকশিত ভারত সংকল্প রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ ডিসেম্বর।। মোদী সরকারের গ্যারান্টি।আমাদের সংকল্প বিকশিত ভারত এই স্লোগান লেখা বিকশিত ভারত সংকল্প রথ মঙ্গলবার কল্যাণপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়। খোয়াই থেকে এই রথ কল্যাণপুর যায়। এই উপলক্ষে ব্লক প্রাঙ্গনে সুশাসন মেলা ২.০ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা প্রমুখ। এই সুশাসন মেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর থেকে এবং স্বসহায়ক দল থেকে স্টল খোলা হয়। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন একটা সময় দেশ টা কে এমন ধ্বংস করা হয়েছিল যার ফলে ভারতকে কেও চিনতো না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। আগে যারা ভারতবর্ষকে নিয়ে ভাবতোও না তারাই ভারতের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। তিনি বলেন আগে নেতা মন্ত্রীদের বাড়ী তে হানা দিয়েও সাধারণ মানুষ তাদের কোন সুযোগ সুবিধা পেতো না। সরকারী প্রকল্পগুলোকে নেতা মন্ত্রীরা পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে মানুষ কে বঞ্চিত করতো। কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সরকারী অফিসার থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা মানুষ এর বাড়ী ছুটে যান। মানুষ কে নেতা মন্ত্রীদের কাছে আসতে হয় না। এই ভাবেই ভারত বিকশিত রূপ পাচ্ছে। সুশাসন আজ সর্বত্র। পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন ভারত কে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টা কুর্নিশ যোগ্য। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেন তার পরিকল্পিত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে সকলেই আজ আন্তরিক। তিনি প্রকল্প গুলোর বাস্তবায়নে সকল কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কৈলাসহরে বৈদ্যনাথ মজুমদারের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ ডিসেম্বর।। প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারকে একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। তার নীতির আদর্শে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জননেতা বৈদ্যনাথ মজুমদারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে বামফ্রন্টের ঊনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। সিপিআইএম দলের অন্যতম নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং। সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। কৈলাসহর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী থেকে শুরু করে রাজ্য ও জেলাস্তরের বিভিন্ন নেতৃত্বরা।

আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাই বৈদ্যনাথ মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাই বৈদ্যনাথ মজুমদারের জীবনীওআদর্শ নিয়ে আলোচনা করে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা। সভায় আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে তিনি সৎ ও সাদা সিধে জীবন যাপন করতেন। কৈলাসহরের উন্নয়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।